অশ্রু-মালা।

কায় কোবাদ।

অশ্রু-মালা।

…র কোবাদ

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২১ সন।

প্রকাশক

আবুল খয়ের ছয়েফ উদ্দীন আহ্‌মদ।

সর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট,

পোঃ পশ্চিমপাড়া—খিলগাঁও (ঢাকা)।

মূল্য ৸৹ বার আনা।
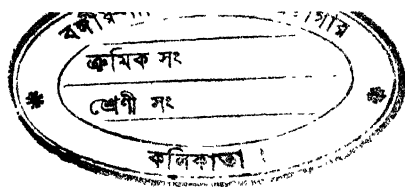
প্রকাশকের কথা।

অশ্রু-মালার প্রথম সংস্করণ ১৩০২ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান পত্রিকার সম্পাদকগণ এবং কলিকাতা গেজেট ইহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেও বিগত অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয় নাই! ইহা হইতেই মুসলমান সমাজের সাহিত্য সাধনার হীনতা পরিলক্ষিত হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে সাহিত্যের উন্নতির ফলে দেশ ও সমাজ উন্নত হয়, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ তাহার পরিচর্য্যা হইতে বহু দূরে পড়িয়া আছেন।

আশার বর্ত্তিকা হস্তে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছেন, ইহা কতকটা সুমঙ্গলের বিষয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও অশ্রু-মালার কবির গত অষ্টাদশ বর্ষের সাধনার ফল আমরা বঙ্গীয় পাঠক সমক্ষে উপহার প্রদান করা সঙ্গত মনে করিতেছি। যে সকল মুসলমান লেখক সর্ব্ব প্রথম বাংলা ভাষাকে মাতৃ-ভাষা রূপে বরণ করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় আজীবন অক্লান্ত ভাবে খাঁটিয়াছেন, কবি কায় কোবাদ সাহেব তাঁহাদের পুরোভাগে স্থান পাইবার উপযুক্ত। তিনি যশের লালসায় বা অর্থের মোহিনী মায়ায় প্রলুব্ধ হইয়া সাহিত্য-সেবা করেন নাই। বাংলা ভাষাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাই আজীবন অখ্যাত অজ্ঞাত থাকিয়াই তাহার সেবায় আত্ম-

সমর্পণ করিয়াছেন, দারিদ্রের কষাঘাতে ও তাঁহার সঙ্কল্প কখন ও ম্লান হয় নাই।

আজ সুদীর্ঘ দিনের পর আবার অশ্রু-মালার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন পড়িয়াছে, সহস্র-দুঃখের মধ্যে ইহা একটি সুখের লক্ষ্মণ বটে। ইহার বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্বের কতক কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বিগত অষ্টাদশ বৎসরে কবি যে সকল নূতন কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে ইহার আয়তন ও অনেক বাড়িয়াছে।

বঙ্গীয় পাঠক সমাজ অশ্রু-মালার প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিলে আমরা অদুর ভবিষ্যতে কবির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি **মহাশ্মশান কাব্যের** দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারে ব্রতী হইব। উক্ত কাব্যের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে।

পোঃ পশ্চিমপাড়া,
খিলগাঁও (ঢাকা)
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০ সন।

আবুল খয়ের ছয়েফ উদ্দীন আহ্মদ

সূচীপত্র।

——*——

বিবিধ।

অশ্রু-মালা।

প্রার্থনা।

১

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি,
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে, আজি রিক্ত করে,
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু তপ্ত আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!

২

বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য-পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে,
ভুলিনি তোমারে এক পল!
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
তুমি মোর সাধের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!

৩

বিভো, দেহ হৃদে বল!
এ নিখিল বিশ্বে, তোমারি মহিমা,
গাইছে সতত, তপন-চন্দ্রমা-
গ্রহ-উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল!
তোমারি করুণা শিশিরের বিন্দু,
তোমারি জ্যোতিতে পূর্ণিমার ইন্দু
এত সমুজ্জ্বল!
দেহ হৃদে বল!

৪

বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখী, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণ গানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিলে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরু লতা-শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!

৫

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তব প্রীতি বিনে প্রাণ হীন ধরা,
তুমি সৌন্দর্য্যের জীবন্ত ফোয়ারা,

শান্তি-শতদল!
তোমারি প্রণয়ে, বিমুগ্ধ হৃদয়ে
নির্ঝরিণী করে "কল কল"!
দেহ হৃদে বল!

৬

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তুমি প্রেমময়, করুণা-নিলয়,
তব দ্বারে কেহ নিরাশ ত নয়,
পতিত-পাবন তুমি!
আমি মূর্খ নর, কি চিনিব তোমা,
হৃদয়ে আমার অশান্তির অমা,
তুমি প্রাণে জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল!
দেহ হৃদে বল!

৭

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তুমি নিরাকার, অথচ সাকার,
তুমি সর্ব্বব্যাপী, শক্তি-মূলাধার
অনাদি অনন্ত তুমি!
তব স্নেহ-ক্রোড়ে লইলে আশ্রয়
না থাকে জীবনে মরণের ভয়,
তুমি নাথ, ভকত বৎসল!
দেহহৃদে বল!

৮

বিভো, দেহ হৃদে বল!
গোধূলির ভালে তুমি স্বর্ণ ছটা
প্রভাতে বালার্ক, সিন্দুরের ফোটা,
বর্ষায় বৃষ্টির জল!
বিশ্বরূপী তুমি, বিশ্ব তব রূপ,
কর্ম্ম তব রাজ্য, তুমি তার ভূপ,
সকলি তোমার ছল!
দেহ হৃদে বল!

৯

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

১০

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমার ক্রোধাগ্নি অশনি ভীষণ,
তব প্রেমামৃত চন্দ্রমা কিরণ,

প্রার্থনা।

তোমারি সৃজিত ভূমণ্ডল!
সৃষ্টি স্থিতি লয়, তোমারি রহস্য,
তোমারি কৌশল!
দেহ হৃদে বল!

১১

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমার রহস্য, কি বুঝিবে নর?
ভাবিলে সে কথা, শিহরে অন্তর,
জ্ঞানের অতীত তুমি!
কারে বা করুণা, কারে অগ্নি কণা,
কারে বা প্রেমের অমৃত ঝরণা,
পাপ পুণ্য ফল!
দেহ হৃদে বল!

১২

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তব আশীর্ব্বাদ ল'য়ে শিরে। পরে
তব পূতনাম স্মরিয়া অন্তরে,
পশিনু জীবন-রণে!
ছ'টি ভীম দস্যু দলি পদ ভরে
পারি যেন নাথ সাধিতে সংসারে
জীবের মঙ্গল!
দেহ হৃদে বল!

কল্পনা।

এ ঘোর নিশীথে কে তুমি আসিলে,
এ ঘোর নিশীথে কে তুমি ডাকিলে?—
তুমি কি আমার প্রাণের মণি?
তুমি কি আমার রতনের মালা—
তুমি কি আমার সৌন্দর্য্যের ডালা?
তুমি কি আমার প্রেমের খণি?
বারেক তোমার মুখপানে চেয়ে,
বারেক তোমার সুধা গান গেয়ে,
পলকে হই যে আপন হারা।
অশনে বসনে শয়নে স্বপনে,
তব মুখ জ্যোতিঃ পড়ে সদা মনে,
তব প্রেম-স্মৃতি অমৃত-ধারা!
তব সনে যবে নিকুঞ্জ কাননে,
তব সনে যবে নিথর গগনে,
তব সনে যবে তটিনী কূলে!
কি সুখ তখন চাঁদের কিরণে,
কি সুখ তখন কোকিল কূজনে,
কি সুখ তখন সুরভি ফুলে!
তব সনে যবে সমর প্রাঙ্গনে
তব সনে যবে দীপ্ত হুতাশনে
তব সনে যবে মরণ-পথে,

কল্পনা।

কি সুখ তখন অস্ত্রের ঝণনে,
কি সুখ তখন কামান গর্জ্জনে,
কি সুখ তখন শোণিত-স্রোতে!
তুমি শৈশবের খেলার সঙ্গিনী—
তুমি যৌবনের জীবন-তোষিণী,
বার্দ্ধক্যের তুমি জপের মালা!
তুমি যদি থাক প্রাণের নিকটে,
তুমি যদি থাক হৃদয়ের পটে,
না থাকে আমার যাতনা জ্বালা।
তুমি সমীরের সুরভি নিশ্বাসে,
তুমি বিরহীর আকুল উচ্ছ্বাসে,
তুমি প্রেমিকের চুম্বন সুখে!
জীবন সাগরে তুমি ধ্রুবতারা,
তোমা বিনে আমি হই আত্মহারা,
কবির সমাধি তোমারি বুকে!

—•—

জীবন-প্রবাহ।

(প্রথম তরঙ্গ)

মানব জনম নিয়ে কি ফল লভিনু হায়,
হেলায় জীবন গেল. বিফলে জনম যায়!
পিতার মধুর স্নেহে, মায়ের কোমল বুকে,
যেপেছি শৈশব কাল কতনা বিমল সুখে!
ভাই-ভগ্নী প্রতিবেশী আদর করিত সবে,
ভুঞ্জিতাম স্বর্গ সুখ অভাব কি ছিল ভবে?
প্রভাতে কুসুম বনে, শ্যামল সরসী-তীরে
বেড়াতেম, স্নিগ্ধবায়ু বহিত কি ধীরে ধীরে!
ঝাউ গাছ কি সুন্দর আকুল করিয়া প্রাণ,
গাইত কি সুধা রবে সরল মধুর গান!
তুলিতাম কত ফুল, গাঁথিতাম কত মালা!
সমপাঠীদের সনে যাইতাম পাঠশালা!
মধ্যাহ্নে বাটীর কাছে দীর্ঘ বট বৃক্ষতলে,
জুড়াতেম ক্লিষ্ট প্রাণ আতপে তাপিত হ'লে!
সায়াহ্নে হালটে মাঠে দলে দলে ধেনু গুলি
খেলিত ছুটিত কত উড়াইয়া পদ ধূলি!
আনন্দে রাখাল বৃন্দ লয়ে সেই ধেনু দল
যাইত গ্রামের দিকে করি কত কোলাহল!

সুকণ্ঠ বিহগ গুলি মধুর পুরবী তানে,
বর্ষিত কি শান্তি ধারা প্রকৃতির মুগ্ধ প্রাণে!
কোথা সেই গুরু মোর কোথা সেই পাঠশালা,
কোথা সেই সমপাঠী, কোথা সে ফুলের মালা!
শৈশবের ধূলা খেলা সকলি ত ঘুচে গেছে,
গুরুর বেতের চিহ্ন এখনো যে পিঠে আছে!
শৈশবের কত আশা, যৌবনের কত সাধ,
না মিটিতে কোথা গেল, আজি কেন অবসাদ?
কোথা সেই ভাই ভগ্নী, কোথা সেই পরিজন,
কোথা সেই ধন রত্ন, দাস দাসী অগণন?
উষা আগমন-আশে হ'য়ে সুখে আত্মহারা,
আর ত বিহগ বৃন্দ, ঢালে না অমিয় ধারা!
কোথা সে ভকতবৃন্দ, গায় না ত ঈশ-গুণ,
আজানের সুধা স্বরে আর ত ভাঙ্গে না ঘুম!
গভীর নিশীথ কালে তারাবীর সুধা স্বর,
উঠে না গগন কোলে সমীরে করিয়া ভর!
কোথা সেই "ঈদ" পর্ব্ব?—আনন্দের মহাধূম!
সবি যেন ছাড়া ছাড়া স্বর্গ যেন মরুভূম!

(দ্বিতীয় তরঙ্গ।)

যৌবন সীমায় যবে করিলাম পদার্পণ,
আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল, উধাও হইল মন!

আশার কুহকে ভুলে সাজায়ে কনক ডালা,
আকাশ কুসুমে কত গাঁথিলাম ফুল-মালা!
আকাঙ্ক্ষার সুরা দিয়ে, নিরাশার অশ্রুসনে,
প্রেমের প্রতিমা আমি গড়েছিনু সযতনে!
আশা ছিল হৃদি মাঝে সাজাইয়া ফুল-হারে,
স্থাপিব সোহাগ ভরে আমার সে প্রতিমারে!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে বহিবে প্রীতির ধারা,
বিশ্বের অস্তিত্ব মাঝে হইব আপন হারা!
অন্তর বাহিরে শুধু দেখিব তাহারি ছবি,
সে যেন হৃদয়-কুঞ্জে বসন্তের ঊষা-রবি!
তাহারি আলোক নিয়ে যৌবনের কুলে কুলে
ভ্রমিব মনের সাধে, সংসার যাইব ভুলে!
স্বর্গীয় আলোক দিয়ে উজলি এ হৃদি গেহ,
সে মোরে সোহাগ ভরে বিলাইবে কত স্নেহ!
না পূরিতে সেই আশা, কি এক ঝটিকা এল,
সাধের সে স্বপ্ন মোর সহসা ভাঙ্গিয়া গেল!
ভাসিয়া গেলাম আমি বহুদূরে একদেশে,
যেথায় মানবগণ পশুত্ব লভয়ে এ'সে!
নাহি সেথা সুখ শান্তি, শুধু স্বার্থ কোলাহল,
কেবলি অসূয়া হিংসা ছলনা চাতুরী ছল!
সতত সবলগণ দুর্ব্বলে পাইলে হাতে,
করে সদা নিষ্পেষিত কঠোর পাদুকা ঘাতে!

আমিও তেমনি ভাবে পতনের নিম্নস্তরে
পড়িনু পাপের মোহে না বুঝিয়া চির তরে!

(তৃতীয় তরঙ্গ)

কেবলি অতৃপ্তি লয়ে ঘুরিলাম চারিধার,
না পাইনু শান্তি কোথা, প্রাণে শুধু হাহাকার!
স্বার্থ লোভে অন্ধ হয়ে আপন কর্ত্তব্য ভুলি,
রত্ন—হায় ভ্রমে ফণী পরিলাম গলে তুলি!
ন্যায় কি অন্যায় কিছু ভাবিনি তখন মনে,
স্বার্থের কুহকে ভুলে দলিয়াছি কত জনে!
আমার আমার বলি করিলাম কত গোল,
দুগধ কিনিতে যেয়ে কিনিলাম শুধু ঘোল!
একটি প্রাণীর হিত নারিনু সাধিতে ভবে,
পশুর জীবন লয়ে কি ফল বাঁচিয়া তবে?
যাদের সুখের লাগি করিয়াছি এতপাপ,
তারা ও তো ঘৃণা করে দেয় কত অভিশাপ!
শৈশব মধুর কাল, যৌবন বিষের ভরা,
না বুঝে মানবগণ স্বর্গ সম ভাবে ধরা!
ধনছিল, জনছিল, ছিলনা কি মোর ভবে?
কোথা গেল?—হায় হায় আজি গালি দেয় সবে!

(চতুর্থ তরঙ্গ)

জীবনের পরিণাম আগে ভাবি নাই হায়,
হেলায় জীবন গেল, বিফলে জনম যায়!
কোথা সে সুহৃদগণ? এক সঙ্গে নিশি দিন
থাকিত যাহারা, হায় তারা কেন ভাবে ভিন!
পথে ঘাটে দেখা হলে পাশ কেটে চলে যায়,
নিকটে গেলেও আরা কথাটি না বলে হায়!
প্রাণের অধিক ভাল যে জন বাসিত মোরে,
সে ও কেন মোরে দেখি থাকে সদা দূরে দূরে?
কোথা সেই ভালবাসা, উদ্দাম বাসনা তার,
সেও কেন পর ভাবে, মুখখানি ভার ভার!
ছেলে মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত সদা গৃহ কার্য্য করে,
ভ্রমে ও আমার দিকে চায়না বারেক ফিরে!
মনের কথাটি আর বলেনা ত মন খুলে,
নূতন জগতে যেন আসিয়াছি পথ ভুলে!
এ ধরা সে ধরা নয়--আমি যেন কত চোর,
কিছুই বুঝিতে নারি,—এ কেমন ঘুম ঘোর?

মানবজন্ম।

১

কেন আসিলাম এই সংসার ভবনে ?
—দুর্লভ মানব জন্ম করিয়া গ্রহণ
কি করিনু সংসারের ?—বৃথা এ জীবন !
তুলিনু কেবলি পঙ্ক ঠেলিয়া রতনে !

২

ছিল আশা কত শুভ সাধিব যতনে,
কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হইল জীবন !
ধরিনু রতন লোভে ভুজঙ্গ ভীষণ,
এখন জীবন যায় গভীর দংশনে !

৩

আশার কুহকে ভুলে ছলে বলে হায়
সংসারে কত শুভ দলিয়া চরণে,
আপনার স্বার্থগুলি সেধেছি যতনে !
জীবনের গূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ায় !

৪

যাঁর প্রেম-ডোরে বাঁধা এবিশ্ব মণ্ডল,
বেঁচে আছি যাঁর বলে জীবন-সংগ্রামে,
মুহূর্ত্তেক তাঁর স্নেহ ভাবিনু কি প্রাণে ?—
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে হৃদয় পাগল !

৫

তৃষ্ণাতুর পান্থ যথা নীর অন্বেষণে
ভীষণ মরুভূ মাঝে ছুটিয়া বেড়ায়,
তেমতি সংসার ক্ষেত্রে সুখের আশায়
ভ্রমিলাম নিশি দিন অতৃপ্ত মরমে !

৬

কি লভিনু ?—ভাগ্য-দোষে সকলি নিষ্ফল
পাইলাম এক মাত্র চির "হা হতাশ" !
নাহি শান্তি, হুহু করে হৃদয় আবাস,
প্রাণের ভিতরে শুধু নিরাশা কেবল !

৭

রমণীর প্রেম-মন্ত্রে ভুলিয়া সকল,
ভাই ভগ্নী পরিজনে এসেছি ত্যজিয়া !
জীবনের সার ব্রত দিয়াছি ছাড়িয়া,
চলেছি পুতুল প্রায় নাহি আত্মবল !

৮

যে তুচ্ছ জীবন লয়ে ধরণী উপরে
চলিয়াছি গর্ব্বভরে বুক ফুলাইয়া,
আজি কিম্বা কালি তাহা কালের সাগরে
এ জন্মের মত হায় যাইবে ডুবিয়া !

৯

সংসারের এই দশা তুমি আমি ছার!
কে লভেছে বিশ্বধামে অমর জীবন?
এ সুখ সম্পদ যত নিশার স্বপন!
রবে না নিশ্চয়, হায় রহিয়াছে কার?

১০

অনুপম শোভাময়ী সে দিল্লী নগরী,
ঝলসিত নেত্র যার রূপের ছটায়!
ছিল যে আনন্দে মগ্না দিবস শর্ব্বরী,
আজি কেন তার এই ভগ্ন দশা হায়?

১১

কোথা সেই দিগ্বিজয়ী নরপতিগণ?—
যাঁহাদের পদভরে কাঁপিত ধরণী,
লুণ্ঠিত চরণ তলে সহস্র রমণী,
কোথা তারা? সেই দম্ভ আছে কি এখন?

১২

আজিও তো তাহাদের শক্তি-নিদর্শন,
র'য়েছে অঙ্কিত, অই বক্ষে বসুধার!
কিন্তু তারা এ জনমে ফিরিবে কি আর
নিরখিতে সেই সব কীর্ত্তি বিমোহন?

১৩

অই দেখ নভস্পর্শী কুতব মিনার,
বিঘোষিছে যার কীর্ত্তি সে আজি কোথায় ?
কোথা সে সাজাহাঁ, চিহ্ন আছে কি ধরায় ?
আছে কি সে জাহাঙ্গির, দিল্লী-দরবার ?

১৪

মনোহর হর্ম্ম্যগুলি কাল ঝঞ্ঝা বায়
ভগ্নচূড়, শোভাহীন কে করে যতন ?
কোথা সেই নারী-রত্ন নুরজাহাঁ বেগম,
শোভিত যে অন্তঃপুরে শতদল প্রায় !

১৫

কোথা সে মমতাজ ? হায় সমাধি যাহার
নীরবে ভারত-বুকে আছে দাঁড়াইয়া !
পার্থিব জীবনে করি সহস্র ধিক্কার
কত যে ঘুমন্ত স্মৃতি দেয় জাগাইয়া !

১৬

যেই স্থানে একদিন দাস দাসী সনে
শোভিত অতুল সাজে সম্রাট বেগম !
কালের কুটিল গতি হায় সেই স্থানে
শৃগাল পেঁচক আজি পেতেছে আসন !

১৭

সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে পেঁচক চিৎকার,
নহবত আজি তথা শৃগালের রব!
নিয়তির ঘূর্ণচক্র এত দুর্নিবার,
জেনেও জানেনা তাহা ভ্রমান্ধ মানব।

১৮

আজি তুমি কালি আমি কে রহিবে ভবে?
এই আছি, এই নাই!—ছায়া বাজী প্রায়
মুহূর্ত্তে জীবন বায়ু অনন্তে মিশায়;
দারুণ কালের গ্রাসে সব ধ্বংশ হবে!

১৯

চিহ্ন মাত্র এ জগতে রহিবে না আর,
"আমার আমার" ব'লে বৃথা আস্ফালন!
স্বার্থ আশে প্রাণীদলে বৃথা নিষ্পীড়ন,
আমিতো আমার নহি,—কে তবে আমার?

২০

মানব জন্মের কিরে এই পরিণাম?
ভুলিয়া সে গূঢ় তত্ত্ব উন্মাদের প্রায়
কতযে অশুভ আমি সাধিলাম হায়,
বৃথা এ পাপের বোঝা কেন কিনিলাম?

২১

কেন আসিলাম এই সংসার ভবনে?
একটি প্রাণীর দুঃখ করিতে মোচন,
একটি মঙ্গল তাঁর করিতে সাধন
পারিনু কি হায় এই মানব জনমে!

——••——

সায়াহ্ন।

হে পান্থ কোথায় যাও কোন্ দূর দেশে
কার আশে? সেকি তোমা করিছে আহ্বান!
সম্মুখে তামসী নিশা রাক্ষসীর বেশে,
শোন নাকি চারিদিকে মরণের তান!
সে তোমারে—ওহে পান্থ হাসি মুখে এসে,
সে তোমারে ছলে বলে গ্রাসিবে এখনি!
যে'ওনা একাকী পান্থ সে দূর বিদেশে,
ফিরে এস, ওহে পান্থ ফিরে এস তুমি!
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা,
জান না কি এ জগত নিশার স্বপন!

মায়া মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা,
জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ !
হে পান্থ হেথায় শুধু আঁধারের স্তর ;
মৃত্যুর উপরে মৃত্যু, মৃত্যু তার পর !

আমি কে ?

১

এ অনন্ত কাল-সিন্ধু করি বিলোড়ন,
ত্রিমুখী গভীর স্রোতে,
সৃজন-মরণ-পথে
শূন্য ভিন্ন না পাইনু অন্য নিদর্শন !

২

বস্তুর অস্তিত্ব বোধ ভ্রান্তিমাত্র সার !
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ,
এ তিন বিহনে দৃশ্য
অনস্তিত্ব, শূন্যময় ঘোর অন্ধকার !

৩

আমি কে ?—আছে কি তবে অস্তিত্ব আমার ?
জীবন, আকৃতি, রব,
শৈত্য-ঔষ্ণ অনুভব
শুধু কল্পনার খেলা ; ছলনা ধাঁধার !

৪

কে তুমি ? কে আমি বিভো ? দেও সত্যজ্ঞান !
আমি কি তোমারে ছাড়া ?
তুমি কি ব্রহ্মাণ্ড ভরা ?
কোথা তবে তুমি আমি ?—কত ব্যবধান ?

৫

ছিলনা কিছুই পুনঃ থাকিবে না হায় !
কোথা হ'তে এল তবে,
পুনঃ ফিরে কোথা যাবে ?
তুমি ছিলে কোথা ? পুনঃ থাকিবে কোথায় ?

৬

কে চালায় মোরে, হায় কর্ত্তা কোন্ জন ?
জানিনা এ কর্ম্ম কার,
ফল কে ভুগিবে তার,
আমি তো কিছুই নহি, শুধু যে করণ !

৭

কে সৃজিল পাপ পুণ্য এ শূন্যের গায় !
কর্ম্ম ক্রিয়া করণাদি,
কার সৃষ্টি, কে সে বিধি ?
অনস্তিত্ব স্থিতি কোথা ?—কি রহস্য হায় !

৮

তব দয়াবিনে নাথ এ ঘোর আঁধারে,
কে দিবে দেখায়ে পথ,
কে পুরাবে মনোরথ
পড়েছি বিষম ঘোর সমস্যার ফেরে !

শ্মশান সঙ্গীত।

১

অই শোন মূর্খ নর, ভীষণ শ্মশানে,
কেজানি গাইছে অই মরণের গান !
প্লাবিয়া ধরণী, স্বর ছাইছে গগনে,
কাঁপিয়া উঠিছে ভয়ে এ নির্জ্জীব প্রাণ !
একভাবে দিবা নিশি গভীর নীরবে
গাইছে সঙ্গীত, জীব আত্মহারা প্রাণে
লক্ষ্য করি সেই স্বর, একে একে সবে
ছুটিয়াছে প্রতিপলে সে সঙ্গীত পানে !

২

প্রকৃতির মর্ম্মস্থলে পশি সেই রব,
কি এক গভীর তত্ত্ব করিছে বিকাশ!
প্রতি তান বিশ্বব্যাপী, অথচ নীরব,
নীরবে প্রাণের মাঝে মাখিয়া হুতাশ!
এ গানের তালত্রয় "সৃষ্টি-স্থিতি-লয়"
শূন্য-ফাঁক, জ্ঞানাতীত, রহস্য গভীর!
লয় সম, এই স্থান চির মোহময়,
অপূর্ণতা ঢেলে দেয় প্রাণে প্রকৃতির!

৩

বধির মানব, তুমি শুনিবে কেমনে
সংসারের সুখে দুঃখে সদা মুগ্ধ মন!
দেখিলে না,—বুঝিলে না প্রকৃতি-নয়নে
কেন ঝরে অশ্রুবিন্দু শিশির-রতন!
আদি নাই, অন্ত নাই সদা এক ভাবে
কি যে গায়, জীবাত্মার বোধগম্য ভাষ!
দেখি না গায়কে, কিন্তু নীরবে নীরবে
ঢেলে দেয় এ পরাণে অনন্ত উদাস!

৪

অই শোন জল নিধি শুনি সেই তান,
আপনার ক্ষীণকণ্ঠে মৃদু মৃদু গায়,
উলটি পালটি বিশ্ব, আত্মাহারা প্রাণ,
অই কণ্ঠে নিজ কণ্ঠ মিশাইতে চায়!

পাপী মোরা,—তাই কাঁদি এই স্থানে আসি,
মনে পড়ে পিতা মাতা শৈশব সখায়!
মনে পড়ে প্রেয়সীর সুধা রূপরাশি,
লুকায়েছে চির তরে এ মহা শয্যায়!

৫

হে হৃদয় শান্ত হও, জ্ঞানের নয়নে
চেয়ে দেখ এই বিশ্ব-সংসারের পানে,
আত্মার ভিতরে তব হবে অনুমান,
নীরব শ্মশানে উঠে কি সঙ্গীত তান!
সমুদ্রের পর প্রান্তে মলিন বদনে
চে'য়ে দে'খ ভানু যবে ধীরে ডুবে যায়—
প্রকৃতি কাঁদিয়া উঠে আকুল পরাণে,
দুর্ভেদ্য তিমির রাশি গ্রাসে এ ধরায়!

৬

অথবা শ্মশান মাঝে কর্দ্দম শয্যায়
অই যে রে মানবের কঙ্কাল ভীষণ,
বৃষ্টিতে ভিজিয়া, দহি আতপ-শিখায়
আপনার ভাগ্য-লিপি করিছে স্মরণ!
অই যে দুর্ভাগা, অই বিটপীর তলে
—কুষ্টাক্রান্ত, বিকলাঙ্গ মুষ্টি ভিক্ষা আশে
যাপিয়া সমস্ত দিন, শোক-অশ্রুজলে
ভাসিতেছে, ক্ষীণ দেহ নিত্য উপবাসে!

৭

অথবা মনের দুঃখে গভীর হতাশে
পিতৃ মাতৃ হীন অই শিশুর ক্রন্দনে,
যেই ভাব অশ্রু সহ গণ্ডদেশে ভাসে,
দেখিও, সে মহা তান পশিবে মরমে!
কিম্বা সুগভীর রাত্রে ঘোর নিরাশায়,
নিদ্রোত্থিত বিধবার শোক-তপ্ত-মনে
যে ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়, মুহূর্ত্তেক হায়
ভাবিও হৃদয়ে, স্বর পশিবে শ্রবণে!

৮

বুঝিবে তখন এ সঙ্গীত মহান
নিরাশ্রয় জীবাত্মার প্রেম-নিকেতন!
চির শান্তি সুখপূর্ণ এ নীরব তান,
জাগায় বিস্মৃত স্মৃতি, পবিত্র জীবন!
রবি শশী গ্রহ তারা অনন্ত গগন,
চেয়ে আছে এক প্রাণে সদা ঊর্দ্ধকাণ!
অই স্থানে জীবাত্মার পূর্ণ সংমিলন,
জীবনের শেষ স্মৃতি, মুক্তির সোপান!

নব বর্ষ।

১

কি ঘোর ভীষণ দৃশ্য,
আঁধারে নিমগ্ন বিশ্ব,
অনন্ত অসীম সিন্ধু সম্মুখে পশ্চাতে!
সফেন তরঙ্গরাশি,
লুণ্ঠিয়া পড়িছে আসি,
অনন্তের পদ মূলে ত্রিমুখীর স্রোতে!
মন্থি এ তরঙ্গ গুলি
বাধা-বিঘ্ন দূরে ঠেলি,
এলে তুমি ওহে পান্থ এ নব প্রভাতে!
এক মনে—এক প্রাণে
কর কর্ম্ম প্রাণ পণে,
যুঝিয়া ভীষণ বলে অদৃষ্টের সাথে!

২

ওহে পান্থ!—
অতীতের সুখ দুঃখ ভুলে যাও তুমি,
অই যে ব্রহ্মাণ্ড যুড়ে
সম্মুখে রয়েছে পড়ে
তোমার সে কর্ম্ম ক্ষেত্র—মহারঙ্গ ভূমি!

অই ক্ষুদ্র জল বিন্দু,
অথবা অসীম সিন্ধু,
কর্ম্মহীন নহে কেহ, কর্ম্মময় সব!
জগত উন্নতি-পথে
ছুটেছে কালের রথে,
বিবর্ত্তন-চক্র সদা ঘুরিছে নীরব!

৩

ঊর্দ্ধে শমনের ডঙ্কা,
নিম্নে পতনের শঙ্কা,
কি ঘোর শঙ্কট, ভীত বিশ্ব চরাচর!
সে ঘূর্ণিত চক্রতলে,
নিষ্পেষিত পলে পলে,
চেতন, উদ্ভিদ কিংবা জড় ও অজড়!
এহেন শঙ্কট কালে
কে জানে কি আছে ভালে,
সুদৃঢ় নিয়তি-তন্ত্রে বাঁধা নিরন্তর!
বুঝিনা বিধির মর্ম্ম,
শুধু করিতেছি কর্ম্ম,
কর্ম্মময় আমি,—তিনি কর্ম্মের ঈশ্বর!

———o———

ত্রিধারা।

(জন্ম, জীবন ও মৃত্যু)।

১

জীবন-প্রান্তরে ভ্রান্ত পথিকের প্রায়,
চলিয়াছি অবিশ্রান্ত,
দেহ প্রাণ ঘোর ক্লান্ত,
শক্তি নাই এক পদ দাঁড়াইতে হায়!

২

ঊর্দ্ধে নিরাশার মেঘ উদ্গারে অনল,
চারিদিকে অন্ধকার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার,
সম্মুখে পশ্চাতে হায় অনন্ত কেবল!

৩

কেমনে হইবে পার এ মহা প্রান্তর,
একাকী কতই ভয়,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট এ হৃদয়,
তাহে পাছে কতগুলি দস্যু ভয়ঙ্কর!

৪

কোন্ পাপে ত্যজি আত্মা অনন্ত মিলন,
ভুলিয়া পূর্ব্বের কথা,
ভুগিতে সংসার-ব্যথা
লভয়ে বিয়োগ,—এই পার্থিব জনম!

৫

সংযোগ বিয়োগ দুটি প্রবাহের মাঝে.
জীবন প্রান্তর পরে,
প্রাণীবৃন্দ সদা চরে,
সংযোগ,—খেয়াতে চ'রে যেতে হবে সাঁঝে!

৬

এই খেয়া ভিন্ন আর নাহিক উপায়,
রাজা কিংবা মহারাজা,
অথবা দরিদ্র প্রজা,
সকলেরি এই পথে যেতে হবে হায়!

৭

সাধনা তপস্যা যত সকলি নিষ্ফল.
জাতি-বর্ণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিনু কোন মর্ম্ম,
আপনার কর্ম্মগুলি সাথের সম্বল!

৮

যদি হায় ভ্রান্তি বশে যাই অন্য পথে,
সত্য জ্ঞান-প্রহরণে
কে ফিরাবে মত্ত মনে
কে দিবে দেখায়ে পথ কেবা আছে সাথে!

৯

নাহি শক্তি, নাহি ভক্তি, ভয় হয় মনে
এ ত্রিধারা পাছ্ করি,
জমিবে কি শেষ পাড়ি,
অথবা অর্দ্ধেক পথে ডুবিব জীবনে!

১০

এ জটিল জৈব কাব্য বিচিত্র কেমন,
প্রতি অঙ্কে নবরস,
তাহে ভাগ্য পরবশ,
জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম ভোগ,—বিচ্ছেদ মিলন!

রাজা ও ভিখারিণী

১

যে ঈশ্বর গড়িয়াছে তোমারে রাজন,
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে অই ভিখারিণী !
যে ঈশ্বর গড়িয়াছে সমুদ্র ভীষণ,
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে মহা মরুভূমি !
ক্ষুদ্র বালু কণা হ'তে হিমাদ্রি-শিখর,
অথবা সমুদ্র তলে জীব ক্ষুদ্র প্রাণ.
সকলেরি স্রষ্টা তিনি দয়ার সাগর,
ছোট বড তার কাছে সকলি সমান !

২

এ সৌরজগত দেখ মেলিয়া নয়ন
কাহার মহিমা সদা করিছে প্রকাশ !
চন্দ্র. সূর্য্য. গ্রহ, তারা. নিখিল, ভুবন.
নদ-নদী গিরি-গুহা, সুনীল আকাশ !
জীব, জন্তু, জল, বায়ু. অনন্ত প্রকৃতি,
আপন কর্ত্তব্য সবে করিয়া সাধন,
জাগায় মানব প্রাণে কার সুধাস্মৃতি,
বিপদে আপদে তোমা কে করে রক্ষণ !

৩

তার এ ভাণ্ডারে আছে যে সব রতন,
সে সকলে সকলেরি সম অধিকার!
রাজায় প্রজায় নাহি প্রভেদ কখন,
তবে কেন মোহবশে এত অহঙ্কার?
ধনী ব'লে যত্ন করি পূর্ণ সুধাকর
বিতরে না বেশী সুধা তোমারে রাজন্!
কোকিল পাপিয়া শ্যামা বিহগ নিকর
শুধু তব কর্ণে সুধা করেনা বর্ষণ!

৪

আপনি মানব হ'য়ে অপর মানবে
নৃশংসের প্রায় কেন দলিছ চরণে!
ধনের গৌরব তব কত দিন রবে?—
চিরকাল বেঁচে তুমি রবে কি ভুবনে?
আজি যে তোমার দ্বারে দুটি অন্ন তরে
জঘন্য দাসত্ব বৃত্তি করেছে গ্রহণ,
সংসারের আবর্ত্তনে কিছুদিন পরে
হতে পারে সে তোমার প্রভু শ্রেষ্ঠতম!

৫

আজ যেই রাজপুত্র রত্ন অবনীর,
হতে পারে কালি সেই ভিখারী নির্ধন!

চির স্থির কভু নহে তটিনীর নীর,
বিধাতার চির নীতি উত্থান পতন!
কালি যে অরণ্য ছিল আজি সে নগর,
ভীষণ সমুদ্র আজি ঘোর মরুভূমি!
ছিল যেই মহামরু, আজি সে সাগর,
নিয়তির দাস সবি, কে তুমি, কে আমি?

৬

ধনবল জনবল সব মিথ্যা ভবে,
আজি আছে কালি নাই সংসারের রীতি!
এ সংসারে চিরকাল কে রয়েছে কবে,
রাজা প্রজা সকলেরি শেষ এক গতি!
তব সনে ভবে তার পার্থক্য বিস্তর,
অরুচি তোমার ক্ষীর অমৃত মাখনে!
মুষ্টিমেয় শাক অন্নে সে পূরে উদর,
সে নিবসে তরুতলে, তুমি সিংহাসনে!

৭

মাতৃ গর্ভ হতে বিশ্বে লভেছ জনম
একই বেশে তুমি আর অই ভিখারিণী!
শ্মশানে একই বেশে করিবে শয়ন
কোথা রবে তোমার এ ধন রত্নমণি?

তবে কেন অহঙ্কারে আত্মহারা তুমি
জীবনের পরিণাম ভেবেছ কি হায়!
শেষের সম্বল তব চারি হস্ত ভূমি,
অন্তিমে শুইবে যবে সে মহা শয্যায়!

৮

উভয়ের মৃত দেহ রাখিলে শ্মশানে,
কে চিনিবে তুমি রাজা, সে যে ভিখারিণী?
রাজার কি চিহ্ন বল থাকিবে সেখানে,
কে চিনিবে সে দরিদ্রা, তুমি মহাধনী?
তোমার সে চিতা ভস্ম শ্মশান শয্যায়
মিশে যাবে ভিখারীর চিতা ভস্ম সনে!
উভয়ের এক গতি ধনী ব'লে হায়
রবেনা পার্থক্য কিছু সে মহা প্রাঙ্গনে!

৯

সঙ্গে ত যাবেনা তব ধনী ব'লে কেহ,
কে করিবে সে সময় তোমার শুশ্রূষা!
কোথা রবে দাস-দাসী, দারা-সুত-গেহ,
কোথা র'বে তোমার এ রাজবেশ-ভূষা?
কি পার্থক্য মৃত্যু কালে রত্ন সিংহাসনে
সুরভি কোমল স্নিগ্ধ কুসুমের স্তরে!
অথবা বিটপী তলে কণ্টক শয়নে,
দরিদ্র ভিক্ষুক বেশে মৃত্তিকার পরে!

সংসার।

১

ভেবে দেখ ওরে মন এ সংসার পান্থশালা,
একদল আসে হায়,
অন্য দল চলে যায়,
স্বার্থ পূর্ণ এ জীবন দুদিনের ধূলা খেলা!

২

সারাটী জীবন তুমি কাটালে করিয়া হেলা,
চেয়ে দেখ অই হায়,
দিন তো চলিয়া যায়,
কি করিবে এবে আর, এ যে ঘোর সন্ধ্যা বেলা!

৩

চেয়ে দেখ, হায় মন, অই যে ডুবিল রবি!
স্তরে স্তরে অন্ধকার
করি সব একাকার
গ্রাসিল ধরণী,—মরি প্রকৃতি-প্রকৃত ছবি!

৪

কি ক'রে যাইবে তুমি জীবনের পর পারে,
কি আছে সম্বল বল,
সম্মুখে অনন্ত জল,
অসহায় একা তুমি এ ভব-জলধি-ধারে!

৫

সে কথা স্মরণ করি আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া,
একাকী এ অন্ধকারে,
বল সঙ্গে লবে কারে,
কেমনে যাইবে তুমি এ ঘোর সমুদ্র দিয়া?

৬

কত দরিদ্রের অন্ন সজোরে কাড়িয়া হায়!
পুত্র কন্যা পরিজনে
পালিয়াছ সযতনে,
অভাগারা অনাহারে কেঁদে কেঁদে মৃত প্রায়!

৭

সে দিকে নয়ন তুলি চাওনি কখনো ফিরে!
নিজ সুখে মূঢ় মন,
ছিলে সদা অচেতন,
ভাবনি কি মর্ম্মব্যথা দরিদ্রের অশ্রুনীরে!

৮

তারা কি যাইবে সাথে বলরে অবোধ মন!
যাহাদের তরে তুমি
ন্যায়ের পবিত্র ভূমি
হেলায় চরণ তলে দলিয়াছ অনুক্ষণ!

৯

যাবেনা, সে আশা বৃথা, কিছুই না সাথে যায়!
তুমি কার, কে তোমার,
স্বার্থ ভরা এ সংসার,
সম্মুখে পশ্চাতে শুধু নিরাশার ছায়া হায়!

১০

কত আশা, কত সাধ ভেঙ্গেছ গড়েছ মন,
বল এ জীবনে হায়
কি সুখ পেয়েছ তায়?
কি তৃপ্তি লইয়া শেষে চলেছ তুমি এখন?

১১

সে কথা স্মরিতে হায় বুঝি আজি ব্যথা পাও,
এ সংসার কর্ম্মভূমি,
কি বীজ রুপেছ তুমি,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ কি চিহ্ন রাখিয়া যাও!

নীরব রোদন।

১

কেনরে এ মরুময় হৃদয়-প্রান্তরে,
বহিছে সতত হায় ঝটিকা ভীষণ!
কারে কব সেই দুঃখ অবনী ভিতরে,
কে বুঝিবে আমার সে নীরব রোদন?
এ বিপুল বিশ্ব মাঝে ক্ষুদ্রকীট প্রায়
আমি হতভাগা, ভাসি নয়নের জলে!
কে চাহে আমার পানে? হায় এ ধরায়
দরিদ্রের অশ্রুজলে কার প্রাণ গলে?

২

জানিনা সুখের লেশ এভব জীবনে!
অদৃষ্ট আমার সদা প্রতিকূল হায়!
পিতা মাতা শৈশবেই শমন-সদনে
গিয়াছেন, চির তরে কাঁদায়ে আমায়!
হেরিনা অনেক দিন মায়ের বদন,
নিদ্রাবেশে কভু তারে হেরিলে স্বপনে,
বর্ষার প্লাবন প্রায় ঝরে দুনয়ন,
কত কথা জেগে উঠে এ আকুল মনে!

৩

ডাকিনা অনেক দিন বাবা ব'লে আমি,
শুধু মনে পড়ে আজি মুরতি তাঁহার!
যে কষ্ট সহিয়া আছি জানে অন্তর্যামী,
কোথা সেই স্নেহময় জনক আমার!
নৃশংসের প্রায় প্রাণ বাঁধিয়া পাষাণে
স্মরিতে সে কথা আজি বুক ফেটে যায়।
ভুলিয়া মমতা, যারে ভীষণ শ্মশানে
এ জন্মের তরে হায় দিয়াছি বিদায়!

৪

হতভাগা আমি, হায় দারিদ্র্যের দায়,
অবস্থার স্রোতে পড়ে চলেছি ভাসিয়া!
কে জানে এ খর ধারে যাইব কোথায়,
শান্ত আছি এ দারুণ অদৃষ্ট স্মরিয়া!
কত ধনাঢ্যের কাছে সজল নয়নে
অনুগ্রহ ভিক্ষা হায় চেয়েছি কাতরে!
কি লভেছি?—দীর্ঘশ্বাস অশ্রুজল বিনে?—
সে কথা ভাবিতে আজি হৃদয় বিদরে!

৫

কে বুঝেছে আমার সে নীরব রোদন?
দরিদ্রের মর্ম্ম ব্যথা কে বুঝে সংসারে?

স্বার্থের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ যেই জন,
কেমনে এ কান্না তার পশিবে অন্তরে!
সুখময় বাল্যকালে পড়িতাম যবে,
কত অকৃত্রিম বন্ধু তুষিত আমায়!
অদৃষ্ট সহায় যার সেই সুখী ভবে,
নহিলে সকলি মিথ্যা। কোথা আজি হায়,

৬

সেই সব সহৃদয় বন্ধু প্রিয়তর
আজিতো মুহূর্ত্ততরে হেরিনা নয়নে!
কেন তারা চিরতরে হয়েছে অন্তর,
নাই কি মমতা এবে তাহাদের মনে?
কত সুখময় আশা হৃদয় প্রান্তরে
কুসুমের মত হায় নীরবে ফুটিয়া,
অদৃষ্টের ঝঞ্ঝাবাতে নিরাশা-সাগরে
এজন্মের মত হায় গিয়াছে ডুবিয়া!

৭

ছিল আশা একদিন সৌভাগ্য-আসনে,
বিরাজিব মন-সুখে,—বিধি বিধাতার!
অনাহারে আজি হায় লুণ্ঠিত ভূসনে,
দোষী এ অদৃষ্ট মম, দোষ দিব কার?

যৌবন-সীমায় যবে পশিনু প্রথম,
সকলি সুখের হায় দেখিনু সংসারে!
দারিদ্র্যভাস্কর করে ফাটিবে মরম
কে জানিত? কে জানিত হৃদয়-কন্দরে

৮

উঠিবে জ্বলিয়া এই নিরাশা-অনল
বিনাশিতে অভাগার শান্তি-তরুবরে!
কে জানিত হেন ভাবে উঠিবে গরল
অমৃতের পরিবর্ত্তে অদৃষ্ট-সাগরে!
প্রেমময়ী ভার্য্যা মম নিত্য উপবাসে
ক্ষীণকায়, স্বর্ণকান্তি ঘোর বিমলিন!
বিষাদের ছায়া রাশি সদামুখে ভাসে
নিরাশায় অশ্রুপূর্ণ নয়ন নলিন!

৯

যন্ত্রণার গুরুভারে হতাশ অন্তরে
ঢলে পড়ে যবে,—হায় না বলে কাহায়!
নীরবে লুকিয়া কাঁদে শয্যার উপরে,
অবিরল অশ্রুধারে গণ্ড ভেসে হায়!
মুহূর্ত্তেক সেই দৃশ্য হেরিলে নয়নে,
পাষাণ গলিয়া যায় শোকের উচ্ছ্বাসে!
অভাগা কোমল প্রাণে সহিবে কেমনে?
মিশায় মনের দুঃখ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে!

১০

আজি মহাপর্ব্ব, হায় প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দের কোলাহল, বাদ্যের নিক্কণ !
ভাসিতেছে বঙ্গ আজি সুখের সাগরে,
নব বস্ত্রে সুসজ্জিত নরনারীগণ !
অভাগা শিশুটী মোর বসি একধারে
অই যে রে কাঁদিতেছে, মলিন বদন ;
কোথা পাব নববস্ত্র তুষিতে তাহারে
অন্নাভাবে ক্লিষ্ট আমি সারাটী জীবন !

১১

কি করিব, দরিদ্রের কি আছে উপায়
এক কণা অশ্রু তার মর্ম্ম ভেদ করে !
অদৃষ্ট বিমুখ যদি, কেন তবে হায়
এমন সোনারপুষ্প দরিদ্রের ঘরে !
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে মলিন বদনে
কাঁদে যবে. এ হৃদয়ে বহে শোক-ঝড় !
স্পর্শিয়া ভুজঙ্গ. কিম্বা গরল ভক্ষণে
ইচ্ছা করে তেয়াগিতে জীবন নশ্বর !

১২

কত দিন সেই দুঃখে বিষণ্ণ হৃদয়ে
গিয়াছি ত্যজিতে প্রাণ তটিনীর জলে !

ফিরিয়া এসেছি পুনঃ পাতকের ভয়ে
কাঁদিয়াছি কত দিন বসিয়া বিরলে!
যুঝিয়া অদৃষ্ট সনে জীবন-প্রান্তরে
ক্ষত এ হৃদয় বক্ষ, মুমূর্ষ জীবন!
বুঝিয়াছি সব বৃথা, বিপদের ক্রোড়ে
একমাত্র শান্তি মম অশ্রু বরিষণ!

জন্মভূমি।

১

এইনা জনম ভূমি সুখের সদন,
সুশোভিত নানাদৃশ্যে অতুল সুন্দর!
স্থানে স্থানে তরু লতা নয়ন রঞ্জন
রচিয়াছে কত শত কুঞ্জ মনোহর!
অইযেরে ভগ্ন চূড় হর্ম্ম্য শত শত
ছিল ইহা এক দিন অতি সম্মোহন,
নীরবে কালের সনে যুঝি অবিরত
অদৃষ্টের দোষে হায় গতশ্রী এখন!

২

যেই খানে প্রচুরতা কৃষক নিকরে
কিঙ্করীর সম সদা অনুজ্ঞা যোগায়!

যেই খানে নর নারী রজনী বাসরে
পলকের মাঝে পায় যেই যাহা চায়!
যেই খানে বার মাস হাসিয়া হাসিয়া
বিরাজিছে সমভাবে বসন্ত সময়!
যেই খানে কচি কচি পাতা নড়াইয়া
সুখময় সমীরণ মৃদু মৃদু বয়!

৩

শৈশব সময়ে আমি যেখানে আসিয়া
কতযে সরলচিত্ত বন্ধুগণ সনে,
কতমত খেলা মরি খেলিয়া খেলিয়া
যাপিতাম সারাদিন প্রমোদিত মনে!
এই নারে সেই স্থান? মানস মোহন
যার সম এজগতে নাহি কোন গ্রাম!
প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্র, ভূতলে নন্দন,
দেবতা বাঞ্ছিত চারু অতুলিত ধাম!

৪

এই যে বিস্তৃত মাঠ শ্যামল বরণ,
শরতে বসন্তে পরি নব বেশ ভূষা
ভুলায় দরিদ্র ক্লিষ্ট কৃষকের মন
সায়াহ্নে, অথবা এলে সুখময়ী উষা!

অইযে তটিনী, অই কুল কুল স্বরে
প্রবাহিছে অবিরাম, মাতাইয়া ধরা ;
তীরে শ্যাম তরু রাজি ধরি পরস্পরে
শোভিছে সুন্দর, কণ্ঠে লতা মনোহরা!

৫

মনোহর দেবালয় পর্ব্বত উপরে
মানব নয়নে কিবা শোভা সম্পাদিত ;
কপোত-কপোতিগণ সরস অন্তরে
যাহার চূড়ায় আসি উড়িয়া বসিত!
সেই সব শোভা আমি সায়াহ্ণ সময়
কত দিন মুগ্ধমনে দেখিয়াছি হায়!
উটজ বাঁশের ঝাড় অট্টালিকা চয়,
বিম্বিত সে ক্ষুদ্র প্রাণা তটিনীর গায়!

৬

প্রভাত হইত যবে, উদিয়া গগনে
বিতরিত কর রাশি বালার্ক তপন
ফুটায়ে পঙ্কজ-কলি, মানব জীবনে
ঢেলে দিত মধুরতা প্রভাত পবন!
দারুণ মধ্যাহ্ণে যবে আসিত ভুবনে,
অগ্নিময় বেশ রবি করিয়া ধারণ!
দগ্ধিয়া মারিত যত জীব জন্তু গণে
অজস্র অনল রাশি করি বরিষণ!

৭

সে সময়ে পান্থ আর রাখাল নিকর,
আতপ-উত্তাপে মরি পিয়াসে দহিয়া!
যুড়াইতে সেই দগ্ধ ক্লান্ত কলেবর,
এই তরুতলে হায় বসিত আসিয়া!
এই যেরে তরু পরে ঘন পত্র চয়,
ইহাদের তলাদিয়া শীতল পবন
মৃদু মৃদু সঞ্চারিয়া মধুরতা ময়,
জুড়াইত পথিকের তৃষিত জীবন!

৮

এ সময়ে থেকে থেকে করি সুখস্বন,
গাইত কেমন গীত বসন্ত বউরী!
মাঝে মাঝে কুঞ্জ হতে কোকিল কূজন
উঠিত আকাশ পথে প্রতিধ্বনি করি!
আবার হইত যবে সায়াহ্ন সময়,
পশ্চিম জলধি-জলে সুন্দর তপন
ডুবিতরে ধীরে ধীরে কিবা শোভাময়
ছড়াইয়া বিমোহন রজত কিরণ!

৯

আইলে গোধূলি, মরি পশ্চিম অম্বরে,
মেঘ গুলি স্তরে স্তরে বিবিধ বরণ

শোভিত কি মনোহর; শ্রান্ত কলেবরে
চাষাগণ গৃহ পানে করিত গমন!
এসময়ে নানা জাতি পুষ্প মনোহর
ফুটিয়া উদ্যানে, শোভা করিত বিস্তার!
বুল্‌বুল নাচিত পাশে, বিমুগ্ধ ভ্রমর,
গাইত মধুর স্বরে বসন্ত বাহার!

১০

ধেনুগণ পালে পালে হম্বা হম্বা করি,
আসিত ছুটিয়া সবে নিকেতন-পানে;
গোপাল বালক যত সুধার লহরী
ঢালিত শ্রবণ-মাঝে রাখালিয়া গানে!
অই ক্ষুদ্র গিরি পরে শান্তির আগার,
পূর্ব্বদিকে সরোবর শোভিত কহ্লারে!
শোভিছে সোপান, চুম্বি চরণ তাহার
শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ তরু অন্য তিন পাড়ে!

১১

তার নিকটস্থ ক্ষুদ্র শ্যামল প্রান্তরে
শোভিছে দক্ষিণে যার নিকুঞ্জ কানন,
বসি সব সখা সনে প্রফুল্ল অন্তরে
করিয়াছি কত দিন কত আলাপন!

বিহঙ্গম স্ব স্ব রবে কোলাহল করি
ঝাঁকে ঝাঁকে নীড় পানে যাইত উড়িয়া !
কেহ বা সুউচু ঘন বাঁশ ঝাড়'পরি
আশ্রয় লইত আসি সন্ধ্যা নিরখিয়া !

১২

অনূঢ়া বালিকাদল দাসীদের সনে
নিকুঞ্জ কাননে এসে করিত ভ্রমণ !
দেখিতে দেখিতে সব সদনে সদনে
প্রদীপ জ্বালিত মরি কুলবধূগণ !
মুকুতা জিনিয়া চারু তারকা নিকর,
একে একে কি সুন্দর ফুটিত গগনে !
চন্দ্রমা পরিয়া দেহে কনক অম্বর
হাসাত জগত. স্নিগ্ধ বিমল কিরণে !

১৩

স্থানে স্থানে তরুতলে কিসুন্দর মরি
পল্লব বিচ্ছেদে পড়ি সুধাংশু কিরণ,
চিত্রিত আঁধার পটে কুরঙ্গ কেশরী,
ভুলাইতে ভাবুকের চিন্তাকুল মন !
গভীর নিশীথে স্তব্ধ অচেতন প্রায়
প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে দেখিত স্বপন !
একটীও জন প্রাণী, ডাকিত না হায়,
মাঝে মাঝে শুনা যেত কুকুর নিস্বন !

১৪

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ করে তরঙ্গিণী-জল,
খেলিত কি মনোহর চঞ্চল লহরী!
নাচিত নীরবে যেন করি ঝলমল
অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনক-সফরী!
অদূরে সুদূরে কত বিটপীর গায়
কোটি কোটি সমুজ্জ্বল খদ্যোত নিকর
নিবিত জ্বলিত,—চিত্ত বিমোহিয়া হায়,
হীরকের পুষ্প-তরু অতি মনোহর!

১৫

প্রকৃতির এত শোভা নিরখি নয়নে,
মুগ্ধ প্রাণে বসি এই তটিনী সৈকতে,
শৈশবের কত কথা ভাবিতাম মনে,
হেরিতাম কত দৃশ্য জীবনের পথে!
তখন ছিলাম শিশু ভাবি নাই মনে
বিদেশে দৈবের বশে করিব গমন!
এই ভাবে কষ্টে কষ্টে পর প্রপীড়নে
জন্মভূমি জননীর যাইবে জীবন।

১৬

এ রাজ্যের অধিপতি জনক আমার,
চক্রীদের ষড়যন্ত্রে জনমের মত

হ'য়েছেন দেশত্যাগী, সম্পত্তি তাহার
জ্ঞাতি শত্রুদের হস্তে ; পর পদানত
আমি হতভাগা ; ভাসি শোক অশ্রুজলে
শৈশবের কত কথা করিয়া স্মরণ !
সবি গেছে ধন রত্ন পর পদতলে
ভিক্ষুকের বেশে আজি যাপি এ জীবন !

১৭

অই যে দ্বিতল বাড়ী নয়ন রঞ্জন
দীর্ঘ বটবৃক্ষ যার উঠিয়াছে শিরে !
অই যে উদ্যান উৎস শোভার সদন,
অই যে বকুল বৃক্ষ সরসীর তীরে !
অই গৃহে একদিন পুতুলের মত,
জনক জননী ক্রোড়ে শোভেছি কেমন !
অই ছাদে দাসী সনে ভ্রমি ইতস্ততঃ
সেবিয়াছি সুশীতল সান্ধ্যসমীরণ !

১৮

অই পুষ্প বনে পুষ্প করিয়া চয়ন
কত দিন কত মালা গাঁথিয়াছি হায় !
কত দিন মুগ্ধ প্রাণে করিয়া যতন
দিয়াছি সে মালা এক ক্ষুদ্র বালিকায় !

সেই দিবা, সেই রাতি হইছে ভুবনে
সেই রবি, সেই শশী সকলিতো সেই!
এখনো তো সেইরূপ উদিছে গগনে
তবে কেন এবে আর সেই ভাব নেই?

১৯

আরতো বিহগবৃন্দ বসি তরু পরে
প্রভাতে উল্লাসে মাতি ভৈরবী না গায়!
আরতো পাপিয়া উড়ি প্রদোষ অম্বরে
সাধের পুরবী নাহি আলাপিছে হায়!
আরতো প্রভাতে হায় জননী আমার
জাগে না সে হাসি মুখে পূর্ব্বের মতন!
গেছে যদি সব,—তবে কেন বেঁচে আর?—
—জননীর মত কেন যায় না জীবন!

এক বর্ষ।

১

একটী বৎসর হায় কালের সাগরে
দেখিতে দেখিতে অই গড়ায়ে পড়িল!
রাখিয়া স্মৃতির চিহ্ন ভবিষ্যের স্তরে,
জলের বুদ্বুদ আহা জলে মিশাইল!
সম্মুখে নূতন ঢেউ তীর বেগ ধরি
অই দেখ হুহু করে আসিছে ছুটিয়া!
কে জানে জন্মের মত এই স্রোতে পড়ি
কত প্রাণ হাহাকারে যাইবে ডুবিয়া!

২

পশ্চাতে ভীষণ দৃশ্য, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কত দেশ, কত রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করি
করেছে মানব শূন্য গভীর শ্মশান!
জাগিছে ত্রিশূল হস্তে নীরব প্রহরী।
অই দেখ মহানদী গভীর গর্জ্জনে
গ্রাসিয়াছে কত চিত্র নয়ন রঞ্জন;
মিশিয়া অনন্ত নীলআকাশের সনে
গর্জ্জিছে বিপুল বেগে তরঙ্গ ভীষণ!

৩

কত সম্রাটের আহা অতুল বৈভব
গ্রাসিয়াছে এই নদী করি হুহুঙ্কার;
চূর্ণ চূর্ণ করি শেষে অট্টালিকা সব
রাখিয়াছে অভাগার কপ্পী মাত্র সার!
কত বালিকারে হায় কাঙ্গালিনী করি
অসময়ে মাতৃস্নেহে করিল বঞ্চিৎ!
দুঃখিনীর সেই অশ্রু মূহুর্ত্তেক হেরি
পাষাণ সদৃশ হৃদি হয় বিচলিত!

৪

কত সাধ্বী রমণীর সতীত্ব-রতন,
খসিয়া পড়িল এই তরঙ্গের ঘায়!
অভাগীর মর্ম্মভেদী করুণ রোদন
মূহুর্ত্তের তরে কেহ শুনিল কি হায়!
শুনিল কি হায় সেই করুণ চিৎকার?
সুষুপ্ত ভারতে যেন নাহিরে জীবন!
নির্ব্বাণ অনল-কুণ্ডে বিফল ফুৎকার,
নহিলে ভারত বক্ষে কেন এ প্লাবন!

৫

অই দেখ কোটি কোটি মানব কঙ্কাল
ভাসিছে দক্ষিণে বামে রক্তের সাগরে,

যন্ত্রণার দুর্ব্বিসহ তরঙ্গ উত্তাল
উঠিছে গর্জ্জিয়া বেগে গগন উপরে!
সাহিত্যের স্বর্ণাকাশে নক্ষত্র নিচয়
শোভিত যা অবিরাম উজ্জল বরণে,
আঁধারি জগত সেই রত্ন জ্যোতির্ম্ময়
ডুবিয়াছে অতীতের অনন্ত জীবনে!

৬

দু একটী তারা এবে গগনের তলে
জ্বলিতেছে মৃদু মৃদু উল্কার মতন!
ভবিষ্যের নবস্রোতে এই নদী জলে
বুঝিবা জন্মের মত হয় নিমগন!
পড়ি এই ঘূর্ণপাকে ডুবিয়া ভাসিয়া
এসেছি পদ্মার এই ভীষণ সৈকতে!
অবস্থার অন্য স্রোতে লইবে টানিয়া
কে জানে কোথায় হায় পাতালে মরতে!

৭

কাঁদাইয়া চিরতরে জননী আমার
ডুবিয়াছে এ অনন্তকাল-সিন্ধু-জলে!
এজীবনে সেই মুখ না দেখিনু আর
যে মূর্ত্তি রাখিয়াছিনু, হৃদয়ের তলে।

কত আশা, কত যত্ন এঘোর প্লাবনে
এজন্মের মত হায় গিয়াছে ভাসিয়া!
নিরাশার তীব্রতর ঘোর নিষ্পেষণে
হৃদয়ের কক্ষ-গুলি পড়েছে ভাঙ্গিয়া!

৮

তাহে দারিদ্র্যের দায় নিত্য উপবাসে,
হইয়াছে দেহ খানি অস্থি মাত্র সার!
শিশু গুলি কেঁদে মরে দারুণ পিয়াসে,
লজ্জায় সে কথা মুখে নাহি আসে আর!
সম্মুখে অনন্ত, হায় অনন্ত পশ্চাতে,
অনন্তে অনন্তে মরি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর!
ভবিষ্যে ঠেলিয়া দূরে তীব্র কষাঘাতে
অতীত টানিয়া নিল একটী বৎসর!

৯

দারুণ সংযোগ স্থলে আবর্ত্তের পাকে
কত মানবের প্রাণ হইল সংহার!
অদূরে দুর্ভিক্ষ পেঁচা অমঙ্গল ডাকে,
এবার অদৃষ্টে বুঝি নাহিরে নিস্তার!
অই শোন চারিদিকে ভীম কোলাহল
ছুটেছে ত্রিদিব পথে ভেদিয়া গগণ!
এইবার পৃথ্বী বুঝি যায় রসাতল,
ভয়ে সশঙ্কিত স্বর্গে দেব সেনাগণ!

১০

একটী বৎসরে হায় এ জন্মের মত
আকুল পরাণে করি শেষ সম্ভাষণ!
প্রকৃতির প্রিয় কার্য্যে হইয়া বিরত,
বিষাদে মলিন মুখে ডুবিল তপন!
আজি এ পদ্মার তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ে
জীবনের এক ঢেউ ফেলিলাম পাছে!
পড়িলাম অন্ত স্রোতে, হায় অসময়ে
নাহি জানি এ অদৃষ্টে আরো কত আছে!

পিসীমা আমার।

১

পিসিমা আমার!
কোথায় গেলি গো তুই ত্যজিয়া আমারে!
হায়রে এ হৃদি তলে
ভীষণ অনল জ্বেলে
ডুবাইয়ে এ পরাণ ঘোর হাহাকারে!

২

সারাটী জীবন তুই কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অনাহারে অনাদরে
কত কষ্ট সহ্য ক'রে
অবহেলে এ জীবন দিলি কাটাইয়া!

৩

জন্মেছিলি তুই বুঝি সহিতে যাতনা,
জন্মিয়া সুতিকা ঘরে
যদিগো যেতিস মেরে
হতনা সহিতে তোরে এ ঘোর লাঞ্ছনা!

৪

পিসীমা আমার!—
কত পত্রে, কত ছত্রে করুণ ভাষায়,
কাতরে মিনতি ক'রে
এক মুষ্টি অন্ন তরে
কত কেঁদেছিলি, আমি শুনি নাই হায়!

৫

শুনি নাই হায় তোর সে দীর্ঘ নিশ্বাস,
পর গৃহে, উপবাসে
পড়ি মৃত্যু-শয্যা-পাশে
কেঁদেছিলি যবে, তুই হইয়া নিরাশ!

৬

কে জানিত তোর ভাগ্যে ঘটিবে এমন,
পর গৃহে, পর পাশে
হায় ভিখারিণী বেশে
অনাহারে অযতনে হারাবি জীবন!

অতিথি।

ছিনু মোরা দুই জন বেঁধে কুড়ে ঘর!
ছিলনা ভাবনা লেশ, ছিলনা যাতনা ক্লেশ,
ছিলনা মোদের আর সাথের দোসর!
কুটির প্রাঙ্গন চুমি,—নেচে গেয়ে তরঙ্গিণী
আনন্দে বহিয়া যেত তর্ তর্ তর্!
আকাশের চন্দ্র তারা, বর্ষিত অমিয়-ধারা
বিহগ শুনাত কত সুমধুর স্বর!
চারিদিকে পুষ্পরাশি, ফুটিত ঝরিত হাসি,
গাঁথিতাম ব'সে ব'সে মালা মনোহর!
একদা কুটির পাশে, ডাকিল অতিথি এসে
বিস্মিত হইনু আমি শুনে সেই স্বর!
আনন্দে ভরিল প্রাণ ভুলে গেনু ধন মান,
রাখিনু যতনে তারে প্রাণের ভিতর!
না জানি কি মন্ত্র বলে, এ প্রাণের অন্তস্তলে
সৃজিল সে স্বপ্নরাজ্য স্নেহের নির্ঝর!
সহসা ঝটিকা এল, অতিথি চলিয়া গেল,
ভেঙ্গে দিল চির তরে সেই কুড়ে ঘর!
মুর্চ্ছিয়া পরিনু ভুমে,—চেতনা লভিয়া ঘুমে

চাহিয়া দেখিনু শুধু আঁধারের স্তর!
নাই সেই কুড়ে খানি, চারিদিকে মরুভূমি
স্বনিয়া স্বনিয়া বায়ু বহে শর্ শর্
কোথায় অতিথি সেই প্রাণের দোসর?

কে?

কে রচিল ধরা ধাম এত সুশ্রী করি?
কাহার আদেশে হয় দিবস শর্ব্বরী?
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নিখিল ভুবন,
কাহার আদেশ মানি চলে অনুক্ষণ?
বসন্ত শরত এসে অবনী মণ্ডলে,
কাহার চরণ পূজে শতদল দলে?
দয়েল পাপিয়া শ্যামা বসি তরু ডালে,
কাহার উদ্দেশে এত সুধারাশি ঢালে?
রাশি রাশি ফুল ফল আনন্দিত মনে,
সতত ঝরিয়া পড়ে কাহার চরণে?
সমীর কাহার আশে ঘুরিয়া বেড়ায়,
কোকিল আকুল প্রাণে কার গুণ গায়?
তটিনী ছুটিয়া যায় কার অন্বেষণে,
কেবা সে মিশিয়া আছে এ প্রাণের সনে?
বিষয় বৈভবে মজে ওরে মুগ্ধ মন,
একবার খুজিলে না সে জন কেমন?

নিবেদন।

১

আঁধারে এসেছি আমি

আঁধারেই যেতে চাই!

তোরা কেন পিছু পিছু

আমারে ডাকিস্ ভাই!

আমি ত ভিখারী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে

নাহি বিদ্যা, নাহি বুদ্ধি

গুণ ত কিছুই নাই!

২

আলো ত লাগে না ভাল

আঁধারি যে ভালবাসি!

আমি ত পাগল প্রাণে

কভু কাঁদি, কভু হাসি!

চাইনে ঐশ্বর্য্য-ভাতি, চাইনে যশের খ্যাতি

আমি যে আমারি ভাবে

মুগ্ধ আছি দিবা নিশি!

৩

অনাদর—অবজ্ঞায়

সদা তুষ্ট মম প্রাণ,

সংসার বিরাগী আমি

আমার কিসের মান?

চাইনে আদর স্নেহ, চাইনে সুখের গেহ
ফল মূল খাদ্য মোর,
তরু তলে বাসস্থান!

৪

কে তোরা ডাকিস্ মোরে
আয় দেখি কাছে আয়!
কি চাস আমার কাছে
আমি যে ভিখারী হায়!
ধন নাই, জন নাই, কি দিব তোদেরে ভাই,
আছে শুধু 'অশ্রু-জল";
তোরা কি তা নিবি হায়!

৫

মিলনের মধুরতা
পাবিনে পাবিনে তোরা!
হা হুতাশ, দীর্ঘ শ্বাস
পাবি হেথা বুক ভরা!
কেউ ত না ভালবাসে, কেউ ত না কাছে আসে
তোরা কেন রাত দিন
ডেকে ডেকে হলি সারা?

৬

শোকে তাপে এ হৃদয়
হ'য়ে গেছে ঘোর কালো!
আঁধারে থা'কতে চাই
ভাল যে বাসিনে আলো!
আমি যে পাগল কবি, দীনতার পূর্ণ ছবি.
সবি করে "দূর দূর"
তোরা কি বাসিস্ ভালো?

প্রেম বিষয়ক।

প্রেম-সঙ্গীত।

১

কোথা তুমি, প্রাণময়ি?—
ফুটন্ত ফুলের মালা!
এনেছি তোমারি তরে
বসন্তের ফুল-ডালা!
তুমি কি নিবে না তাহা
আদরে হৃদয়ে তুলি?
দিবে না জাগায়ে মোর
অতীতের স্মৃতি গুলি?

২

জীবন কি এই ভাবে
অতীতে মিশিয়ে যাবে!
প্রেমের নিকুঞ্জ বনে
তুমি আর নাহি গাবে?
তোমার সাধের বীণা
লও আজি করে তুলি!
গাও তবে প্রেম—গান
প্রাণের দুয়ার খুলি!

৩

তোমার সে সুধা-তানে
ঝরিবে অমিয়-ধারা!
দয়েল কোয়েল শ্যামা
হইবে আপন হারা!
বাজিবে বীণার তারে
তব কণ্ঠ সুমধুর!
পাপিয়া তাহারি সনে
দিয়া যাবে সদা সুর!

৪

প্লাবিয়া প্রেমিক-প্রাণ
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে!
মিশিবে তোমার সুর,
সুদূর সাগরতীরে!
সেই সুরে একে একে
ফুটিবে সুরভি ফুল!
তটিনী গাহিয়া যাবে
কোথায় সে পাবে কূল!

৫

আকাশে চন্দ্রমা তারা
তব পানে চেয়ে রবে!

যেন তারা এই সুর
কোথাও শুনেছে কবে!
প্রকৃতি বিভোর হবে
তোমার এ প্রেম-তানে!
আকাশ ভরিয়া যাবে
তব এ বীণার গানে!

৬

ঝরিবে মুকুতা-পুষ্প
চারি দিকে ঝুর ঝুর!
সমীরের মৃদু শ্বাসে
বাজিবে তোমারি সুর!
তারকার কোলে কোলে
ফুটিবে তোমারি হাসি!
ফুলের সুরভি শ্বাসে
বাজিবে তোমারি বাঁশী!

৭

এ বিশ্ব ভরিয়া যাবে
তোমারি মধুর গানে!
কবির প্রাণের বীণা
বাজিবে তোমারি তানে!

সংসার মরুভূ-মাঝে
তুমি সুধা-নির্ঝরিণী!
আঁধার কবির হৃদে
তুমি গো প্রেমের খনি!

৮

তোমারি মঙ্গল গীতি
বিশ্ব ভরা কূলে কূলে!
তোমারি মুখের হাসি
ফুটে আছে ফুলে ফুলে!
তোমারি সে কেশগুচ্ছ
কাল কাদম্বিনী গায়!
তোমারি কটাক্ষ—বহ্নি
বিজলিতে সদা ভায়!

৯

এস তবে, এস এস,
এস গো হৃদয়-মণি!
কবির হৃদয়-কুঞ্জে
তুমি যে গো ফুল-রাণী
এস প্রিয়ে,—প্রাণময়ি,
ধর এ প্রেমের মালা!
এনেছি তোমারি তরে
বসন্তের ফুল-ডালা!

প্রেম-প্রতিমা।

১

আমি দেখিতাম শুধু তারে!
মধুর চাঁদনীময়ী মধুরা যামিনী,
শশধর হাসিত অম্বরে!
সে তখন ধীরে ধীরে, এসে এই নদী তীরে,
গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী
তাহার মধুর স্বরে মুকুতা পড়িত ঝ'রে
নীরবে বহিয়া যেত আকুলা তটিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে!

২

সে আমার সুখে দুঃখে প্রাণের সঙ্গিনী!
তারি তরে বেঁচে আছি ভবে!
জীবন-জলধি-পাড়ে, আর কি পাইব তারে
এক দুই করে আমি মাস দিন গণি!
সে চাঁদ উঠে না আর, ঢালে না সে সুধা-ধার,
আমি তার সে আমার—শুধু এই জানি!
সে আসিবে কবে!

৩

তাহারি চরণ চুমি বন-কমলিনী
ফুটিয়া উঠিত থরে থরে !
সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুল-রাণী বেশে এসে
দাঁড়াইয়া এই সরঃতীরে
গাইত প্রেমের গান আকুল করিয়া প্রাণ
বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী !
আমি দেখিতাম শুধু তারে !

৪

সে সদা কুসুম-সাজে এলাইয়া বেণী
আমার এ প্রাণ নিত কেড়ে !
চারিধারে পুষ্প-তরু, বায়ু ব'ত ঝুরু ঝুরু
কোকিল তুলিত কত কুহু কুহু ধ্বনি !
হেরি তার রূপ রাশি হেরি তার প্রেম-হাসি,
পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী !
আমি দেখিতাম শুধু তারে !

৫

তাহারি রূপের ছটা উজলি ধরণী
ঝরিয়া পড়িত চারি ধারে !
আকাশে চন্দ্রমা-তারা, তারি প্রেমে মাতোয়ারা
নয়নে খেলিত তার চঞ্চলা দামিনী !
বুকেতে অমৃত খনি কণ্ঠে সুধা নির্ঝরিণী
সৌন্দর্য্য-সরসে সে যে ফুটন্ত নলিনী !
আমি দেখিতাম শুধু তারে !

পাষাণময়ী।

১

আর কেন ?—যাও যাও,
আমার এ মাথা খাও,
যাও যাও,—আর তুমি
জ্বালায়োনা মিছে ?
তোমার সে ভালবাসা, তোমার সে প্রাণে মেশা
সব জানা গেছে!
বহু দিন কাছে এসে, বলেছিল হেসে হেসে,
এ দাসী তোমারি তরে
বেঁচে আছে ভবে!
সে শুধু কথার কথা, মনে কি আর আছে গো তা,
পাষাণে সুধার উৎস
কে দেখেছে কবে ?

২

কোমল ফুলের মত
তব হাসি মুখ!
দেবী কি অথবা পরী, ইচ্ছে হয় হৃদে ধরি
শীতলি এ বুক!
আঁখি দুটি কি সুন্দর, সুধা ঝরে ঝর ঝর

হৃদয় মাতানো চারু
প্রেমের ফোয়ারা!
স্বর্গের সুষমা দিয়া, বিধাতা গড়েছে তোমা,
প্রেমের নিকুঞ্জ বনে
স্নেহপ্রীতি-ধারা!

৩

তব অই বক্ষস্থল, লাবণ্যেতে ঢল ঢল
অতৃপ্তি-মদিরা ভরা
অমৃতের খনি!
ফোটো ফোটো তাহে দুটি প্রণয়-পীযূষ ভরা
সোনার নলিনী!
তরঙ্গিত কেশ গুলি, নিতম্বে পড়েছে ঢুলি
বাতাসেতে চোখে মুখে
উড়ে এসে পড়ে!
হেরিলে সে রূপ রাশি, অমিয়া মাখানো হাসি
পাগল হৃদয় মোর
সদা হু হু করে!

৪

অধরে গোলাপ-গন্ধ, মুখে ঝরে মকরন্দ,
নবনী মাখানো যেন
ফুল্ল কমলিনী,
চন্দ্রের কৌমুদী-স্নাত তোমার সে রূপ রাশি;

সোনালী কপোল ছুটি
কোহিনুর মণি!
তথাপি—তথাপি তুমি, পাষাণী পাষাণময়ী
নাহি দয়া মায়া!
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরল রাশি
প্রেমের জ্যোছনা-মাঝে
বিষাদের ছায়া!
আর কেন ?—যাও যাও,
আমার এ মাথা খাও
যাও যাও,—আর তুমি
জ্বালায়ো না মিছে!
তোমার সে ভালবাসা, তোমার সে প্রাণে মেশা
সব জানা গেছে!

জীবনময়ী।

১

এ'স গো জীবনময়ী,
প্রেমের অমিয়-ধারা!
নিরখি ও মুখ তব
হইব আপন হারা!
ও মুখে প্রেমের জ্যোতিঃ
যখনি গো ফুটে উঠে!
আমাতে থাকিনে আমি
প্রাণের বাঁধন টুটে।

২

এস তুমি এস এস,
এস এ হৃদয় মাঝে!
আমার এ হৃদি-যন্ত্রে
তোমারি সঙ্গীত বাজে!
সুখে দুঃখে তুমি মোর
জীবন-সঙ্গিনী সখি!
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাঝে
তোমারি সৌন্দর্য্য দেখি!

৩

তুমি কি বাসনা ভাল,
　　কেন তবে আছ দূরে ?
এস তবে প্রাণময়ি
　　এস এ হৃদয় পুরে !
দিওনা যাতনা আর
　　বঁধনা বিরহ-বাণে !
একটি চুম্বন দিয়ে
　　জাগাও এ মৃত প্রাণে !

৪

হৃদয়ে হৃদয় যবে
　　মিশে যাবে চির তরে !
মৃত সঞ্জীবনী সুধা
　　তখনি পড়িবে ঝরে !
তোমারি বুকেতে শুয়ে
　　দেখিব স্বপন ঘোর !
অতীতের কত স্মৃতি,
　　জাগিবে হৃদয়ে মোর !

৫

তোমারে হৃদয়ে পেলে
　　সব দুঃখ ভুলে যাই !

চাইনে স্বর্গের সুখ
যদি গো তোমারে পাই!
তোমা ভিন্ন এ জগতে
কিছুই লাগেনা ভাল!
তুমি যে প্রাণের প্রাণ
আঁধার জীবনে আলো!

৬

কতবার কাব্য নিয়ে
পড়িতে বসেছি আমি!
কেবলি দেখেছি প্রিয়ে,
তোমারি সে মুখ খানি!
চকিতে মুদেছি আঁখি
তবু ও তোমারি মুখ,
দেখেছি হৃদয় মাঝে
কাঁপিয়া উঠেছে বুক!

৭

এক তিল না দেখিলে
হতে পাগলিনী তুমি!
আজি কোথা প্রাণময়ি?—
হৃদি এ শ্মশান ভূমি!

সে প্রেম সে ভালবাসা
    এখনো জাগিছে প্রাণে
কোথা তবে প্রেমময়ি ?—
    আছ এবে কোন্ খানে ?

৮

এ মরু জীবনে মোর
    আবার ফুটাও ফুল !
হৃদয়ে হৃদয় রেখে
    জাগাও প্রাণের ভুল !
প্রেমের সঙ্গীতে তব
    হবে বিশ্ব ভরপুর !
প্রত্যেক শিরায় মম
    বাজিবে তোমারি সুর !

৯

এ শুষ্ক হৃদয়-কুঞ্জে
    আবার আসিবে মধু !
সাজায়ে ফুলের ডালা
    ডাকিবে যে পিক বধু !
মধুর মলয় বায়ু
    ঝুরু ঝুরু ব'য়ে যাবে !
পাপিয়া বুল্ বুল্ শ্যামা
    তোমারি আরতি গাবে !

১০

এস তবে প্রাণময়ি
এস এ হৃদয় মাঝে
পাতিয়া রেখেছি হৃদি,
এস গো কুসুম-সাজে !
তোমারি সৌন্দর্য্যে ডুবে
আপনা ভুলিয়ে যাব
তোমারি তপস্যা করে
জনমে জনম পাব।

১১

সুরভি কুসুম দিয়ে
গাঁথিয়া প্রেমের মালা !
তোমারি চরণে আমি
দিব গো প্রেমের ডালা।
তুমি গো প্রাণের প্রাণ,
প্রেমের জীবন্ত ছবি !
সারাটি জীবন ভরে
তোমারে পুজিছে কবি !

১২

তুমি গো হৃদয়-নিধি
প্রেমের অমিয়-ধারা !

তোমারে না দেখে আমি
ফণী যেন মণি হারা !
এস গো হৃদয়-কুঞ্জে
এস এস ফুল-রাণি !
হৃদয়ে রেখেছি এঁকে
তোমারি সে মুখ খানি ।

কে তুমি ?

১

কে তুমি ?—কে তুমি ?
ওগো প্রাণময়ি,
কে তুমি রমণী মণি !
তুমি কি আমার, হৃদি-পুষ্প-হার
প্রেমের অমিয় খণি !
কে তুমি রমণী-মণি ?

২

কে তুমি ?—
তুমি কি চম্পক-কলি ?
গোলাপ মতিয়া বেলী ?
তুমি কি মল্লিকা যুথী ফুল্ল কুমুদিনী ?

সৌন্দর্য্যের সুধা-সিন্ধু,
শরতের পূর্ণ ইন্দু
আঁধার জীবন-মাঠে পূর্ণিমা রজনী!
কে তুমি রমণী-মণি?

৩

কে তুমি?—
তুমি কি সন্ধ্যার তারা, সুধাংশুর সুধা-ধারা
পারিজাত পুষ্প-কলি
বিশ্ব বিমোহিনী!
অথবা শিশির স্নাতা, অর্দ্ধস্ফুট, অনাঘ্রাতা,
প্রণয় পীযুষভরা,
সোনার নলিনী!
কে তুমি রমণী-মণি?

৪

কে তুমি?—
তুমি কি বসন্ত-বালা, অথবা প্রেমের ডালা,
প্রাণের নিভৃত কুঞ্জে
সুধা নির্ঝরিণী!
অথবা প্রেমাশ্রু-ধারা, শোকে দুঃখে আত্মহারা
প্রেমের অতীত স্মৃতি
বিধবা রমণী!
কে তুমি রমণী-মণি?

৫

কে তুমি ?—

তুমি কি আমার সেই
হৃদয় মোহিণী ?
সেই যদি,—কেন দূরে ? এস এই হৃদি-পুরে
এ'স প্রিয়ে প্রানময়ি,
এ'স সুহাসিনি !
এ'স যাই সেই দেশে,—ফুল ফুটে চাঁদ হাসে
দয়েলা কোয়েলা গায়
প্রাণের রাগিণী !
জরা নাই—মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই
চল যাই সেই দেশে
এ'স সোহাগিনি !
কে তুমি রমণী-মণি ?

অপরিচিতা।

১

কেউ দেখেছ কি তারে?
সে যেন কোথায় গেল কাঁদায়ে আমারে!
এই পথে এ'সেছিল,
এই পথে চ'লে গেল,
কোথায় লুকাল যে'য়ে কাহার দুয়ারে!
কেউ দেখেছ কি তারে!

২

কেউ দেখেছ কি তারে?
আমি যে তাহার কথা পাসরিতে নারি!
কোন পথে কোথা গেল,
কোথা যে'য়ে লুকাইল
আমারে করিয়া গেল পথের ভিখারী!

৩

কেউ দেখেছ কি তারে?
কণ্ঠে তার ফুল মালা, হাতেতে বকুল-বালা
কুন্তলে গোলাপ গুচ্ছ
মুখে সুধা ঝরে!

অধরে চপলা হাসি, উছলিছে রূপরাশি
কাহার ঘরণী সে যে
কোথা বাস করে!
কেউ দেখেছ কি তারে?

৪

কেউ দেখেছ কি তারে?
নিতি নিতি আসে যায় দেয়না সে ধরা!
সুধালে কয়না কথা
প্রাণে যেন কত ব্যথা
পায়েতে অলক্ত তার শুভ্রবাস পরা!
এত করে সাধি তায়,
তবুও না ফিরে চায়
কঠিন হৃদয় তার পাষানেতে গড়া!
কেউ দেখেছ কি তারে?

৬—

কবির সমাধি।

১

যাও, যাও, যাও,—আর আসিওনা,
প্রেমের মধুর কথা—আর বলিও না।
বিচ্ছেদ-অনলে প'ড়ে,
সুখ শান্তি যা'বে দূরে,
কেন বৃথা জীবন হারাবে?
দু'দিনের তরে, বেঁধে প্রেম-ডোরে
কোন্ সুখ পাবে?

২

আর আসিও না—আর তুষিও না,
প্রেমের মধুর কথা—আর বলিও না!
হৃদয় আমার অশান্তি আগার,
ধূ ধূ চিতা জ্বলে!
এ চিতার শিখা নিবিবে না কভু,
—নিবে না নয়ন-জলে!
তিল তিল করি যে চিতার বহ্নি
হৃদয়ে জ্বেলেছ তুমি,
সে চিতা কি কভু নির্বিবে জীবনে?
হৃদি যে শ্মশান ভূমি!

৩

যাও, যাও, যাও—আর আসিও না,
অতীতের স্মৃতি—আর জাগা'য়ো না,
যাও, যাও, যাও তুমি!
কেন এ'সে পুনঃ কাঁদাও আমারে,
ভাসাও দুঃখের অকূল পাথারে?
ক্ষমা কর প্রিয়ে!
আজি যাও তুমি!

৪

আসিও তখন, অভাগা যখন
মুদিবে নয়ন দুটি,
আকুল বাসনা যবে মূরছিয়া
চরণে পড়িবে লুটি
আসিও তখন ছুটি!

৫

প্রেমের সঙ্গীত গাইয়া গাইয়া,
উন্মাদিনী প্রায় আসিও ছুটিয়া,
পশ্চাতে চিকুর পড়িবে দুলিয়া,
মুগ্ধ হয়ে রবে স্তব্ধ বন-ভূমি!

শ্যাম দূর্ব্বা 'পরে শিশিরের ধার,
সে বড় পবিত্রঅশ্রু অভাগার,
নিতি নিতি ফুটে আশায় তোমার,
লভিবে নির্ব্বাণ পদ-রেণু চুমি!
আসিও তখন তুমি!

৬

আসিও তখন অভাগা যখন
নির্জ্জন সমাধি-ভূমে!—
জনমের মত, জ্বলিয়া পুড়িয়া
থাকিবে গভীর ঘুমে!
সে সমাধি পরে শেফালী বকুল
ঝরিবেক ঝুর ঝুর,
তারি সনে তুমি, ভাসি আঁখি-নীরে
মিশা'য়ো প্রেমের সুর!

৭

সেই আঁখি-নীরে, সেই প্রেম সুরে
নূতন জীবন লভি'—
হয়ত কখন, জাগিতেও পারে
তোমার এ প্রিয় কবি!
নাহি জাগে যদি, কুসুম বিছা'য়ে
ব'স সে সমাধি পরে!

শেফালী বকুল ঝুর ঝুর ঝুর
ঝরিবে তোমার শিরে!

৮

আমারি প্রাণের স্নেহ-আলিঙ্গন
পাবে তুমি সে ফুল পরশে!
আমারি প্রাণের আকুল নিশ্বাস
পাবে তুমি সে ফুলের বাসে!
সেই ফুল সনে ফুল-রাণী হয়ে
ঘুমায়ে পড়িও সেই ভূমে!
তখনি মোদের হইবে মিলন
দুজনে রহিব গভীর ঘুমে!

৯

সমীর বহিবে ঝুর ঝুর ঝুর
ফুলের সুবাস করিয়া হরণ!
পুর্ণিমার চাঁদ বিতরিবে সুধা
দেবতা করিবে কুসুম বর্ষণ!
আকুল পাপিয়া রহিয়া রহিয়া
গাইবে মোদের প্রেমের গাথা!
বিটপী-পল্লব ব্যজনিয়া ধীরে
জানাবে তাদের মরম-ব্যথা!

১০

চাঁদের কিরণে ফুলের সৌরভে
চারিদিক সব হবে ভর পুর !
তারি মাঝে মোরা করিব শয়ন
লভিব হৃদয়ে আনন্দ প্রচুর !
দয়েলা কোয়েলা বাজাইয়া বীণা
গাইবে মোদের প্রেমের মিলন !
শ্যামা ও বুল্ বুল্, ফুলে ফুলে বসি
করিবে মোদের স্নেহ-সম্ভাষণ !

মৃত পত্নীর উদ্দেশে।

১

কোথায় রহিলে প্রিয়ে ত্যজিয়া এ অভাগারে!
একাকী এ ধরাতলে
ভাসি সদা অশ্রুজলে
আছি পড়ে এক পাশে অনাহারে অনাদরে!

২

কত যত্ন করিয়াছ, ভুলিব না এ জীবনে!
সেবি এ চরণ মোর,
রজনী করেছ ভোর
আজি তুমি অভাগারে ভুলে আছ কোন্ প্রাণে?

৩

মুহূর্ত্ত হেরিলে প্রিয়ে বিমলিন এ বদন!
অতি সশঙ্কিত চিতে,
কত কথা জিজ্ঞাসিতে,
প্রেম মাখা আঁখি তব হ'ত অশ্রু প্রস্রবণ!

৪

আজি আমি মৃতপ্রায় রোগে শোকে ঘোর ক্লেশে!
কে জিজ্ঞাসে সেই কথা,
কে বোঝে সে মর্ম্ম ব্যথা,
তুমি তো চলিয়া গেলে নাহি জানি কোন্ দেশে!

৫

তিলেক বিচ্ছেদে তুমি হ'তে পাগলিনী প্রায়!
আজি তুমি চির তরে
কেমনে রয়েছ ছেড়ে ?—
এত আশা ভালবাসা কি করে ভুলিলে হায়!

৬

শুনেছি যে দেশে তুমি আছ এবে প্রাণ প্রিয়ে!
মানবের কণ্ঠ-স্বর
নাহি যায় ততদূর
এ দীর্ঘ নিশ্বাস মম কে দিবে তোমারে নিয়ে?

উদাসীন প্রেমিক।

১

সেই একদিন আর এই একদিন,
নির্জ্জনে বকুল তলে,
ভাসিয়া নয়ন জলে,
দিয়াছিলে অভাগারে বিদায় যে দিন!
হৃদয়ের কত কথা,
কত দুঃখ, কত ব্যথা,
বলি, বলি, বলি,—বলা হ'ল না সে দিন!
মুখে না সরিল কথা,
সার হ'ল ব্যাকুলতা,
শূন্য প্রাণে ফিরে এনু বিষণ্ন মলিন!
সেই একদিন আর এই একদিন!

২

সেই একদিন আর এই একদিন!
নীরবে সজল নেত্রে,
বসন্ত-পূর্ণিমা রাত্রে,
দিয়াছিনু "অশ্রু-মালা!"—হায় সেই দিন!

কত কথা ব'লেছিলে,
কত হাসি হে'সেছিলে,
সে হাসি, সে কথা-হৃদে আঁকা চিরদিন!
হেরিলে সে রূপ-রাশি,
হেরিলে সে সুধা-হাসি,
বাজিয়া উঠিত মোর হৃদয়ের বীণ্!
সেই একদিন আর এই একদিন!

৩

সেই দিন কি সুখের!—যেদিন নির্জ্জনে
বসিয়া সোপান'পরি,
উভয়ে উভয়ে ধরি,
ছিনু মুগ্ধ,—আত্মহারা প্রেম-সম্ভাষণে!
সরসীর নীল জলে,
রাঙ্গারবি হেলে দুলে,
নীরবে ডুবিতেছিল পশ্চিম গগনে!
লুকায়ে বকুল শাখে,
দুষ্ট পিক "কুহু" ডাকে,
তুলেছিল প্রতিধ্বনি নির্জ্জন কাননে!
সেই দিন কি সুখের, ভুলিব কেমনে?

৪

সেইদিন কি সুখের!—যেদিন সাদরে
গাঁথিয়া বেণীর হার,
দিয়াছিলে উপহার,
আজিও সে মালা মোর হৃদয়ের পরে!
প্রণয়ের শেষ চিহ্ন,
কি রাখিব ইহা ভিন্ন?—
ভাবিতে সে কথা আজি হৃদয় বিদরে!
মনে করি ভুলে যাই,
ভুলিলেও সুখ নাই,
কেমনে ভুলিব সেই প্রাণভরা আশা?
সেই প্রেম সেই প্রীতি সেই ভালবাসা?

৫

সেই দিন,—হায় সেই প্রথম যৌবনে,
সেই ক'টি চাঁপা-কলি,
সাধের গোলাপ বেলী,
দিয়াছিনু গুঁজে তোর কবরী-কুসুমে!
তুই আরো কাছে স'রে,
বসেছিলি হাত ধ'রে,
হেসেছিলে কি যে হাসি ভুলিব কেমনে!

কথা নাই,—সাড়া নাই,
নয়নে পলক নাই,
প্রেমের প্রতিমা যেন গঠিত কাঞ্চনে!
সে অব্যক্ত প্রেম হাসি,
সেই ভাল বাসা বাসি,
ঢেলেছিল্ কি মদিরা এ মরু জীবনে!
হয়েছিল কত কথা নয়নে নয়নে!

৬

সেইদিন প্রিয়তমে ভুলিব কেমনে?
খেলিতে ছিলাম আমি,
পশ্চাৎ হইতে তুমি,
ধরেছিলে আঁখি, সেই বালিকা জীবনে!
"কে তুই" বলিয়া জোরে,
তোর দুটি হাত ধ'রে
ছাড়াইনু, তুই কিন্তু হাসিয়া সঘনে
পড়িলি বুকেতে মোর,
আছে কি মনে তা' তোর?—
কত সুখ কত শান্তি সে প্রেম-মিলনে!
কত যে ঘুমন্ত আশা,
প্রাণভরা ভালবাসা,
জেগেছিল মনে সেই শৈশব জীবনে!
সেই ভালবাসা প্রিয়ে ভুলিব কেমনে?

৭

আবার—আবার তোর বিবাহের দিন,
সেই জনতার সনে,
দাঁড়াইয়া ভগ্ন মনে,
ছিনু দূরে একপাশে বিষণ্ণ মলিন!
বারেক চারিটি আঁখি,
মিলিল যখন সখি,
অশ্রুতে ভরিল তোর নয়ন নীলিম!
সুবর্ণ-কপোল বেয়ে,
অশ্রু গুলি এল ধেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিলি তুই—হায় সেইদিন,
প্রাণের অতৃপ্ত আশা,
সে সাধের ভালবাসা,
এ জন্মের মত হায় হইল বিলীন!
সেই একদিন আর এই একদিন!

৮

সেই একদিন আর এই একদিন.
নিশান্তে শেফালী প্রায়
তোর সে সৌন্দর্য্য হায়,
বৈধব্য-পীড়নে আজি ঘোর বিমলিন!

নাহি হাসি—রুক্ষ কেশ,
মলিন বিধবা-বেশ,
অশ্রু-ভারে ছল্ ছল্ নয়ন-নলিন!
আজি আমি মর্ম্ম দুঃখে,
সব ব্যাথা চাপি বুকে,
গৃহত্যাগী—বনবাসী চির উদাসীন!
সেই একদিন আর এই একদিন!

ভুল।

গিয়াছিনু প্রিয়তমে, প্রেমের নিকুঞ্জ বনে,
রিক্ত করে ফিরে এনু না পাইনু ফুল!
বাতাসে গিয়াছে ঝরে, নাই আর বৃন্ত'পরে
লাবণ্য মাটির সনে হয়ে গেছে ধূল!
দেখিনু সুগন্ধ তার, সমীর নিয়াছে ধার,
বিষাদে হৃদয় মোর মরু সমতুল!
প্রেম নাই, ফুল নাই, কি দিয়া পূজিব ছাই,
হ'ল না প্রতিমা পূজা হৃদয় আকুল!
ভাঙ্গা প্রাণে দেশে দেশে, ফিরিতেছি ম্লানবেশে
কে আর তুষিবে হেসে হয়ে অনুকূল।
হা প্রেয়সি, সুখে থাক, মনে রেখ, ভুলো না ক,
জীবনমন্দিরে তুমি আলোক অতুল!
প্রতিমা গ'ড়িয়া ধূলে, ভেঙ্গেছি মনের ভুলে,
ক্ষমিও প্রেয়সি, আহা সকলি যে ভুল!
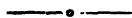
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

১

মনে কি পড়েগো সেই প্রথম চুম্বন!
যবে তুমি মুক্ত কেশে,
ফুলরাণী বেশে এসে,
করে ছিলে মোরে প্রিয়ে স্নেহ-আলিঙ্গন!
মনে কি পড়েগো সেই প্রথম চুম্বন?

২

প্রথম চুম্বন!
মানব জীবনে আহা শান্তি-প্রস্রবণ!
কত প্রেম কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা,
বিরাজে তাহায়, সে যে অপার্থিব ধন!
মনে কি পড়েগো সেই প্রথম চুম্বন!

৩

হায় সে চুম্বনে
কত সুখ দুঃখে কত অশ্রু বরিষণ!
কত হাসি, কত ব্যথা,
আকুলতা, ব্যাকুলতা,
প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ!
মনে কি পড়েগো সেই প্রথম চুম্বন!

৪

সে চুম্বন, আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ,
অতৃপ্ত হৃদয় মূলে
ভীষণ ঝটিকা তুলে,
উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ,
মনে কি পড়েগো সেই প্রথম চুম্বন!

ভুলিলে কেমনে ?

১

ভুলিলে কেমনে?
প্রাণের অধিক হায়, ভালবাসে যে তোমায়
কও প্রিয়ে, তুমি তারে
ভুলিলে কেমনে?
সেই প্রীতি, সেই স্মৃতি, সেই স্নেহ সুধা-গীতি
এখনো আমার হায়
পড়ে সদা মনে!
ভুলিলে কেমনে?

২

ভুলিলে কেমনে?
সেই মিলনের আশা, বুক ভরা ভালবাসা,
তুলনা নাহিক যার
এ তিন ভুবনে!
প্রাণে প্রাণে কত কথা, প্রাণে প্রাণে কত ব্যথা
বিচ্ছেদ মিলন কত
এ মরু-মরমে!
ভুলিলে কেমনে?

৩

ভুলিলে কেমনে?
সেই হাসি, সেই খুসি, সেই ভালবাসা বাসি
বুকে বুকে মুখে মুখে
নয়নে নয়নে!
সে অতৃপ্তি সে পিপাসা, জাগায় প্রেমের আশা
কত সুখ দুঃখ সেই
প্রথম চুম্বনে!
ভুলিলে কেমনে?

৪

ভুলিলে কেমনে?
নিঠুর কঠোর তুমি, হৃদি তব মরুভূমি,
নাহি দয়া, নাহি মায়া
গঠিত পাষাণে!

এক বিন্দু স্নেহ তায়, নাহি কোথা হায় হায়,
এক বিন্দু অশ্রুকণা
নাহি সে পাষাণে!
ভুলিলে কেমনে?

—০—
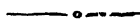
কেমনে ভুলিব?

১

কেমনে ভুলিব হায় সেই মুখ খানি?—
এঁকেছি যাহারে আমি এ দগ্ধ হিয়ায়!
কেমনে ভুলিব? যার সুধামাখা বাণী
শুনিতে হৃদয় মম ঊর্দ্ধকর্ণ হায়!

২

ভুলিতে তাহারে হৃদি শত খণ্ড হবে,
কে দিবে জীবন-যুদ্ধে আধ্যাত্মিক বল!
কে মুছাবে স্নেহ ভরে নয়নের জল?
কি লয়ে থাকিব আমি এ নশ্বর ভবে?

৩

তারে ভালবেসে আমি কলঙ্কী ভুবনে,
হায়রে সে মর্ম্মব্যথা জানাইব কায়!
নিস্বার্থপ্রণয় মম, মুখের বচনে
কেমনে সে প্রেম আমি বুঝাইব হায়!

৪

বুঝে না এ প্রেম-তত্ত্ব মানব সন্তান,
সাধনার ভিত্তি ইহা স্মৃষ্টির জীবন,
আমিত্বের রূপান্তর, আত্ম বলিদান
ব্রহ্মাণ্ডের মূল গ্রন্থি, মাধ্যআকর্ষণ!

৫

ফোটে পুষ্প, বহে বায়ু নীরবে নীরবে,
ভ্রমে গ্রহ, উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক সকল!—
কেন ভ্রমে, কেন বহে? কে আমায় কবে
কেন ফোটে পুষ্প? তার ফুটিয়া কি ফল?—

৬

নিস্বার্থ প্রণয়ে বাঁধা প্রকৃতির সনে,
তাই তারা নিজ মনে সুখী সর্ব্বক্ষণ!
নাহি দৃষ্টি আত্মপানে, পরের কারণে
এত কষ্ট, পর প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন!

৭

এ প্রেমের গূঢ় মর্ম্ম কে বুঝিবে ভবে?
মুর্খ নর স্বার্থ আশে বিকৃত হৃদয়!
নিজ সুখে মত্ত সদা; কে বুঝেছে কবে
দরিদ্রের দীর্ঘ শ্বাসে কি ঝটিকা বয়?

৮

হ'ক সে দুর্লভ অতি, কি ক্ষতি তাহায়?
হৃদয়ে পূজিব তারে প্রীতির কুসুমে!
এ প্রেমের প্রতিদান নাহি চাহি হায়!
তারে ভালবেসে আমি সুখী মনে মনে!

৯

ইহাতে ও পাপ?—তবে কি করিব আর!
ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ সংসার-প্রান্তর!
প্রাণের সে প্রিয়জনে করি পরিহার,
কেমনে জীবনযুদ্ধে হই অগ্রসর?

১০

চাহিনা এ ক্রূরমতি কূটিলসংসার,
কানন আমার পক্ষে স্থান সুখময়!
পশিবে না তথা এই দারুণ চিৎকার,
লভিবে বিমল শান্তি এ ক্লান্ত হৃদয়!

১১

আপনাকে বলি দিয়া প্রথম দর্শনে
এ জন্মের মত প্রাণ স'পেছি যাহায়!
নৃশংসের প্রায় তারে ভুলিব কেমনে?
ভুলিব না,—কোন্ প্রাণে ভুলিব তাহায়?

১২

বড় দুঃখ, যেই স্মৃতি এঁকেছি এ প্রাণে,
কেমনে সে স্মৃতি আমি মুছিয়া ফেলিব?
মিশিয়াছে যার প্রেম শোণিতের সনে
পাষাণ হৃদয়ে তারে কেমনে ভুলিব?

সে কেন না ভালবাসে?

১

সে কেন না ভালবাসে,
সে কেন না কাছে আসে?
এত যত্ন এত স্নেহ করি আমি তারে!
তথাপি সে জন হায়,
কেন দূরে স'রে যায়,
আসে না আমার কাছে মুহূর্ত্তের তরে!
সে কেন না ভালবাসে, ভালবাসি যারে?

২

সে কেন না ভালবাসে ?
আমারে দেখিলে হায়, কেন সে ছুটিয়া যায় ?
লুকায় যাইয়া হায়, কপাটের আড়ে !
সরমে সে গ'লে পড়ে,
ঢাকে মুখ নীলাম্বরে,
শোভে দামিনীর প্রায় ঘরের আঁধারে !
সে কেন না ভালবাসে ভালবাসি যারে ?

৩

সে কেন না ভালবাসে ?—
তারে দেখিবার আশে
ব'সে থাকি কুঞ্জ মাঝে কত আশা ক'রে !
পত্রের পতন রবে
তার আগমন ভেবে
চেয়ে থাকি পথ পানে তৃষিত অন্তরে !

৪

যদিও দৈবের বশে
কোন দিন আসে বা সে,
আমারে দেখিলে সে যে ছুটে যায় ঘরে !
সে কেন না ভালবাসে, ভালবাসি যারে ?

৫

সে কেন না ভালবাসে?—
তার সেই কণ্ঠস্বরে, আমারে পাগল করে
বরষে অমৃত ধারা শ্রবণ-বিবরে!
মনে করি ভুলি তায়
স্মৃতি তো ছাড়ে না হায়
সে যেন মিশিয়ে আছে প্রাণের ভিতরে!
সেই মুক্ত কেশরাশি
সেই সুধামাখা হাসি,
উঠিতে বসিতে হায় সদা মনে পড়ে!
সে কেন না ভালবাসে, ভালবাসি যারে?

৬

সে কেন না ভালবাসে?
সে কেন না কাছে আছে?
এত যত্ন, এত স্নেহ করি আমি তারে!
তথাপি সেজন হায়,
কেন দূরে স'রে যায়,
আসেনা আমার কাছে মুহূর্ত্তের তরে!
সে কেন না ভালবাসে, ভালবাসি যারে!

ভালবাসি তারে।

১

প্রাণের সমান আমি ভালবাসি তারে!
জানি না কেন যে বাসি,
হেরিলে তাহার হাসি,
পলকে ডুবিয়া যাই আনন্দ-সাগরে!

২

চাইনা তাহারে আমি, দেখে সুখী মনে!
সে হাসির বিনিময়ে
সকলি তাহারে দিয়ে,
সংসার ত্যজিয়ে আমি যেতে পারি বনে!
সে যে সদা জাগে প্রাণে!

৩

কত ভালবাসা হায় আমার অন্তরে!
বিস্তৃত সমুদ্র প্রায়,
স্বর্গ হ'তে উচ্চ হায়,
কি ক'রে সে ভালবাসা জানাইব তারে!

৪

সংসার সংগ্রামে যবে ক্লান্ত হয় মন,
তারি রূপ ধ্যান ক'রে,
ইচ্ছা হয় থাকি প'ড়ে,
ভুলে যাই সংসারের যন্ত্রণা ভীষণ!
সে যে জীবনের জীবন!

৫

স্বপনে ঘুমের ঘোরে মুখ খানি তার
মুহূর্ত্তে পড়িলে চক্ষে,
ধরি হায় এই বক্ষে,
দেখি চুম্বি, চুম্বি দেখি, কত শত বার!

৬

দেখিলেও এ হৃদয় সদা হু হু করে!
যত দেখি বাড়ে আশা,
মিটে না সে প্রেমতৃষা,
ইচ্ছা হয় পুনঃ পুনঃ দেখি ফিরে তারে!

৭

না দেখিলে এ হৃদয় সদাই পাগল!
জানি না কেন যে হায়
তারি পানে প্রাণ ধায়,
ভালবেসে জ্বালায়েছি যাতনা-অনল!

৮

কেন তবে ভাল বাসি? জিজ্ঞাসিব কারে?
ভালবেসে কি যে সুখ,
না বাসিলে কি যে দুঃখ?
জানি না কেন যে আমি ভালবাসি তারে!

৯

আমি মূর্খ, সুখ দুঃখ ভালবাসা হায়
না বুঝিনু ক্ষণ তরে,
তবু ভালবাসি তারে,
ভালবাসা কি যে বস্তু কে কবে আমায়!

১০

ডুবে যায় যদি পৃথ্বী অনন্তসাগরে!
ভেঙ্গে যায় রবি-শশী
গ্রহ-তারা পড়ে খসি
তথাপি বাসিব ভাল,—ভুলিব না তারে!

১১

ভুলিতে কি পারি? এই সংসার আঁধারে
সে আমার ধ্রুব তারা,
সে বিহনে দিশা হারা,
প্রাণের সমান আমি ভালবাসি তারে!

সেই মুখ খানি।

১

কেমনে ভুলিব হায় সেই মুখ খানি?
ফুটন্ত কমল সম
হৃদয় সরসে মম
শোভিতেছে সমভাবে দিবস যামিনী!
কেমনে ভুলিব আমি সেই মুখ খানি?

২

সদা মনে পড়ে,—
সেই জ্যোতি, সে লাবণ্য, সে চারু গঠন,
বিলোল নয়ন দ্বয়,
অতুলিত শোভাময়
চন্দ্রমা জিনিয়া সেই দেহের বরণ!

৩

কেমনে ভুলিব!
বন কুসুমের মত অতি সুকোমল!
সহজে শুকায়ে যায়,
লুকাইয়া থাকে হায়
আসেনা কাহারো পাশে ভয়েতে বিহ্বল!

৫

হায় কি মধুর!
একটুকু লজ্জা পেলে যেন মরে যায়!
তোলেনা নয়ন আর,
কি শোভা তখন তার!
আছেকি জগতে আর এত শোভা হায়?

৬

বিধাতা এমনি করি গড়িয়াছে তায়!
সে বিনে তুলনা তার
নাহি এ ভুবনে আর,
স্বর্গের কুসুম সে যে এসেছে ধরায়!

৭

এমনি অতুল!
কোকিলা লজ্জিত শুনি যার সুধা-বাণী,
যাহার অধরে শ্বাসে
গোলাপের গন্ধভাসে
কেমনে ভুলিব আমি সেই মুখ খানি!

৮

এমনি সুন্দর!
কি দিব তুলনা তার? ঊর্দ্ধে চন্দ্রমার

অতুলিত রূপ রাশি,
নিম্নে গোলাপের হাসি,
এ দুয়ের শোভা জিনি মুখ জ্যোতিঃ তার!

৯

না ছিল শঠতা সেই চটুল নয়নে,
অফুরন্ত স্নেহ রাশি,
প্রণয়ের সুধা হাসি
ভাসিত সতত সেই নয়নে বদনে!

১০

তাহার বিচ্ছেদ আমি কি করে সহিব?
সেই ভালবাসা বাসি,
সেই মুখ, সেই হাসি,
সে মধু মাখানো কথা কেমনে ভুলিব?

১১

কেমনে ভুলিব সেই প্রেম-সম্ভাষণ,
আমার এ কণ্ঠ ধ'রে
সাদরে মধুর স্বরে
করিত সে হেসে হেসে কত সম্বোধন!

১২

দূর হ'ক জাতি ধর্ম্ম, হ'ক কাণাকাণি—
এ হৃদয় যারে চায়
কেমনে ভুলিব তায়,
হৃদয়ে অঙ্কিত তার সেই মুখ খানি!

সে আমারে ভালবাসে।

১

সে আমারে ভালবাসে
আমি বাসি তারে!
মুখ ফু'টে ক'তে নারি, গুম'রে গুম'মরে মরি
সেও বাসে আমি বাসি,
থাকি দূরে দূরে!
সে আমারে ভালবাসে
আমি বাসি তারে!

২

আমারে দেখিতে সে যে
করে নানা ছল!
সে ও যে আমারি তরে, সদা উকি ঝুকি মারে
প্রাণের ভিতরে তার
ভীষণ অনল!
না দেখিলে ক্ষণ তরে
সে ও যে পাগল!

৩

ফুটন্ত ফুলের মত
বদনে হাসির রেখা, নয়নে বিজলি লেখা
অধর অমিয় মাখা
দেহটি সোনার!
প্রভাতের আগে হেন
হাসিটি উষার!

৪

ইচ্ছা হয় তারে নিয়ে
বনবাসী হই!
চাইনে এ লোকালয়, এ যে বড় বিষময়,

নিরালা বসিয়া দোহে
কত কথা কই!
শয়নে স্বপনে সদা,
বুকে বুকে রই!

৫

শত লোকে শত কথা
ক'ক যত পারে!
কি হ'বে আমার তায়, এ হৃদি যে তারে চায়
সে আমার, আমি তার
ভয় করি কারে?
সে আমারে ভালবাসে
আমি বাসি তারে!

———o———

অমৃত ঝরণা সে আমার !

যার আগমন আশা চেয়ে
রয়েছি জাগিয়া সারা নিশি !
সে আইল কই, হায় সখি অই
আঁধারে ডুবিয়া গেল শশী !

২

বিদায়ের অশ্রুজল ফেলি
অই নিশি পোহায় পোহায় !
এল বুঝি ঊষা, পরি ফুল-ভূষা ;
বিহঙ্গ প্রভাতী সুরে গায় !

৩

এলনা সে, তবু এ হৃদয়
তারি লাগি সদা হু হু করে !
সে জানি কেমন, বুঝেনা প্রণয়,
তবু প্রাণ সদা চায় তারে !

৪

সে বড় কঠিন, এক বার
ফিরেও চাহেনা মোর পানে !
আকুল এ হৃদি, তারি তরে কাঁদে
চেয়ে আছে তার পথ-পানে !

৫

কি জানি কেমন ঘুম ঘোরে,
দেখেছিনু আমি তারে হায়!
ভুলি ভুলি করি, ভুলিতে যে নারি,
কি জাদু ক'রেছে সে আমায়!

৬

শ্মশানে, সে অন্তিম শয্যায়
ভুলিবনা সেই মুখ তার!
আঁধার জীবনে, বিমল জ্যোছনা
অমৃত-ঝরণা সে আমার!

———

বিদায়ের শেষ চুম্বন।

১

আবার, আবার সেই বিদায়-চুম্বন,
আলেয়ার আলোপ্রায়,
আঁধারে ডুবায়ে যায়,
স্মৃতিটী রাখিয়া হায় করিতে দাহন!

২

বিদায় চুম্বন,
উভয়েরি প্রাণে করে অগ্নি বরিষণ,
উভয়ে উভয় তরে,
আকুলি ব্যাকুলি করে,
উভয়েরি হৃদিস্তরে যাতনা ভীষণ!
এমনি কঠোর হায় বিদায় চুম্বন!

৩

প্রণয়ের মধুমাখা প্রথম চুম্বনে,
শুধু সুখ সমুল্লাস;
এতে ঘন হা হুতাশ,
কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে!

৪

সে চুম্বনে এ চুম্বনে কি দিব তুলনা,
সে স্বর্গের পরিমল,
এ মর্ত্তের হলাহল,
তাহাতে উল্লাস, এতে কেবলি যাতনা!

৫

সে যে শরতের স্নিগ্ধ সুধাংশু কিরণ,
মূহুর্ত্তে মাতায় ধরা,
এযে শুধু ক্লেশ ভরা
বৈশাখের ঘন ঘোর ঝটিকা ভীষণ!

রমণী কুসুম।

১

ভুলেছ কি প্রাণ-প্রিয়ে
ভুলিতে কি পারিবে?
এত আশা ভালবাসা
সকলি কি ভুলিবে?
আমি ত তোমারে প্রিয়ে,
ভুলিব না জীবনে!
ভুলিলে বাঁচিব কিসে
এ আঁধার ভুবনে!

২

তোমার সে মুখ প্রিয়ে
হৃদে এঁকে রেখেছি,
তোমারি চরণ তলে
প্রাণ সঁপে দিয়েছি!
তুমি কি ভুলিবে মোরে?—
ভুলিতে কি পারিবে?
এত প্রেম এত স্নেহ
সকলি কি ভুলিবে?

৩

রমণী-কুসুম তুমি
নাই তব তুলনা!
মালতী মতিয়া জুঁই
তব কাছে লাগে না!
তুমি যবে হে'সে হে'সে
কও কথা মানিনি,
আমাতে থাকিনে আমি
ভুলে যাই অবনী!

৪

এস প্রিয়ে প্রেমময়ি
এস হৃদি মাঝারে!
আমি ত তোমারি প্রেমে
ভাসি দুঃখ-পাথারে!
তুমি কি লবে না মোরে
হৃদি মাঝে তুলিয়ে!
আদরে এ অশ্রু মোর
দিবে না কি মুছিয়ে!

৫

কঠিন হৃদয় তব
ভালবাসা জানে না!
চরণে দলিয়া যাও
ফিরে ও ত দেখনা!

কোমল কুসুম তুমি
কোমলতা ত্যজিয়ে!
পাষাণে গড়েছ প্রাণ,
ভালবাসা ভুলিয়ে!

৬

এ কেমন রীতি তব
এ কেমন সাধনা!
যে জন বেসেছে ভাল,
তারে ভালবাস না!
এমন সৌন্দর্য্য রাশি
বিফলে কি যাইবে!
হৃদয় ভরিয়া তুমি
ভাল নাহি বাসিবে!

৭

আমার এ হৃদি কুঞ্জে
তুমি প্রেম পাপিয়া!
তোমারি প্রেমের গীতে
প্রাণ গেছে ভরিয়া!
যদি না বাসিবে ভাল
কেন মোহ বাড়ালে!
এ শুষ্ক হৃদয়-কুঞ্জে
কেন ফুল ফুটালে!

৮

দিন নাই রাত নাই
তব পানে চাহিয়া!
রয়েছে পাগল প্রাণ
তব আশে বাঁচিয়া!
কখন আসিবে তুমি
কবে ভাল বাসিবে!
আমার সাধনা প্রিয়ে,
এ জনমে পূরিবে!

৯

সারাটি জীবন ভ'রে
করিয়াছি সাধনা!
সকলি কি বৃথা যাবে
পূরিবে না বাসনা!
হ'বেনা আমার তুমি
এ মানব জনমে!
এমন বিকট কীট
কেন হায় কুসুমে!

——o——

বউ কথা কও।

১

পল্লবের তলে অই কে লুকায়ে স্বজনি
উঠিল ডাকিয়া সুধা স্বননে!
বহিল পিযুষ ধারা মাতাইয়া অবনী
অই সখি, স্তব্ধ কুঞ্জকাননে!

২

সায়াহ্নে, শীতল বায়ু ঝুরু ঝুরু বহিয়া
চুম্বিছে কুসুম কত সাদরে!
তাহে সখি, অই পাখী সুধারাশি ঢালিয়া
পাগল করিয়া দিল আমারে!

৩

এমন মধুর স্বরে কে গায় ও স্বজনি,
প্রকৃতির প্রাণে সুধা ঢালিয়া!
কি ব্যথা উহার প্রাণে জাগে দিবা রজনী,
থেকে থেকে কেন উঠে কাঁদিয়া!

৪

উহার সে কণ্ঠ সুরে এ হৃদয় মোহিয়া
কি জানি কাহার স্বর ভাসিছে!
অতীতের ছায়া গুলি উঠিতেছে ভাসিয়া
শৈশবের কথা মনে পরিছে!

৫

এমনি মধুরস্বরে সে গাইত স্বজনি
আমি শুনিতাম প্রাণ ভরিয়া!
মধুর চাঁদনীময়ী মধুমাখা যামিনী
নীরবে যাইত সখি বহিয়া!

৬

দুজনে সরসী তীরে পাশাপাশি বসিয়া
হেরিতাম কত শোভা হরষে!
হাসিত মধুরে মরি কত সুখে ফুটিয়া
কুমুদ কহ্লার কত সরসে!

৭

এমনি সুখেতে সখি, কত নিশি কেটেছি
সাধের সে স্বপ্ন গেছে ভাঙ্গিয়া!
যে কথা জন্মের মত হায় সখি ভু'লেছি,
কে দিল সে কথা আজি তুলিয়া?

বিরহিনী রাধা।

১

কেন লো তমালে সই কোকিলা কুজিছে অই
পঞ্চমে তুলিয়া কুহু তান!
কেন লো কুসুম রাজি, ফুটিয়া উঠিল আজি
মোহিয়া সৌরভে জগ-প্রাণ!

২

কেন লো গগনে শশী, হাসিছে অমিয় হাসি
ছড়াইয়া কিরণ মাধুরী!
পত্রে পত্রে ফুলে ফলে, সে কিরণ ঝল মলে,
প্রকৃতির প্রেম খেলা মরি!

৩

প্রকৃতির ম্লান মুখে, শীতার্ত্ত ধরণী-বুকে
কেনলো উল্লাস এত ভরা!
আইল কি ঋতুরাজ, ধরিয়া নবীন সাজ
ফুল-সাজে সাজাইতে ধরা!

৪

ভূতলে, ভূধর জলে, সুনির্ম্মল নভস্থলে
কত শোভা চেয়ে দেখ্ সই!
দহিতে এ পোড়া হৃদি, মধু মাস এল যদি
মাধব রহিল আজি কই!

৫

অই সখি!—

পাপিয়ার পিউ গান, শুনিয়া শিহরে প্রাণ

আকুল হৃদয় সেই তানে!

ক' সখি, সে স্মৃতিগুলি, কেমনে মুছিয়া ফেলি

কি দিয়া ধৈরজ ধরি প্রাণে!

৬

সায়াহ্নে, নিশীথ কালে, অইনা কদম্ব মূলে

দাঁড়াইয়া শ্যাম গুণমণি,

হৃদয় আকুল ক'রে রাধা বলে উচ্চৈস্বরে

করিতরে কত বংশী ধ্বনি!

৭

হায় সেই সুধাস্বরে, পাগলিনী প্রায় সখি

ছুটিয়া যেতেম শ্যাম কাছে!

কদম্বের ডালে বসি, কুজিত কোকিল পাখী

আর কি সে দিন সখি আছে!

৮

কোথা আজি সেই সব? সুদুর স্বপন প্রায়

থেকে থেকে ধূধূ মনে পরে!

অইতো যমুনা বহে, অইতো পাপিয়া গায়

কেন তবে প্রাণ হু হু করে!

৯

বসন্ত শরত কত. এল গেল ক্রমাগত,
শ্যাম ত না ফিরে এল সই!
আসিবে আসিবে বলি, ফুটেছিল আশা-কলি
সে আশা শুক'য়ে গেল অই!

১০

সদা তারে অভিমানে, বিষময় বাক্য-বাণে
করেছি কতই জ্বালাতন!
সে যে সখি হেসে হেসে, বাঁধি মোরে ভুজপাশে
প্রতিশোধ দিয়াছে চুম্বন!

১১

এখন নূতন প্রেমে, মজিয়াছে গুণমণি.
রাধা বলে ভাবেনাকো আর!
রাধা কিন্তু তারি তরে, সতত কাঁদিয়া মরে
শ্যাম বিনে কে আছে আমার?

ভালবাসা।

১

ভালবাসা পাব ব'লে
ভাল ত বাসিনে তারে!
চাইনে হৃদয় তার
আমি ভালবাসি যারে!
শুধু দে'খে সুখী হই—
তাই তারে ভালবাসি!
আমি ত তাহারি প্রেমে
কভু কাঁদি, কভু হাসি!

২

মিলনে কি সুখ বল
সে ত পুতিগন্ধ ভরা!
বিরহে পরম সুখ
পুলকে মাতায় ধরা!
মিলনে ফুরায় সব
নাহি থাকে ভালবাসা,
বিরহে সদাই বাড়ে
আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের আশা!

৩

দূর থেকে দেখে দেখে
কত সুখ হয় মনে!
দূর থেকে চেয়ে চেয়ে
কত সুখ আলাপনে!
না দেখিলে এক পল
বাড়ে কত আকুলতা!
দেখিলে পিপাসা বাড়ে,
প্রাণে বাড়ে কত ব্যথা!

৪

সেইত প্রেমের সুখ,
আর যত সবি ভুল!
কামুকের ভালবাসা
শুধু যাতনার মূল!
চাইনে তেমন প্রেম
শুধু দেখিবার আশা!
কামনা কলুষ ছাড়া—
আমার এ ভালবাসা!

———o———

জাতীয়।

ঈদ-আবাহন।

১

কুহেলির অন্ধকার সরাইয়া ধীরে ধীরে ধীরে
উঠেছে ঈদের রবি উদয়-অচল গিরি শিরে!
তাই হের বিশ্ব ভূমে কি পবিত্র দৃশ্য সুমহান্!
প্রকৃতি আনন্দময়ী চারিদিকে মঙ্গলের গান!
"ঈদ ঈদ" ব'লে আজি বিশ্ব মাঝে প'ড়ে গেছে সাড়া,
জীবজন্তু পশু পাখী সবি যেন সুখে আত্মহারা!
কুসুমিত কুঞ্জবন ফুলে ফুলে শ্যামল পল্লবে
সাজা'য়ে রেখেছে গৃহ অতিথি আসিবে আজি ভবে!
সুরভি কুসুমগুলি ফুটিয়া আনন্দে বৃন্ত'পরে,
বিতরিছে সুধারাশি অতিথির অভ্যর্থনা তরে!
কুঞ্জে কুঞ্জে অলি পুঞ্জ গুঞ্জরিয়া "গুন গুণ" রবে,
"ঈদ" আগমন বার্ত্তা জানাইছে বিশ্ববাসী সবে!
দয়েল পাপিয়া শ্যামা কত জাতি বিহঙ্গমগণ
গাইছে মঙ্গলগীতি ঈদের সে পুণ্য আবাহন!
শীতল প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া নীরবে,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ জানাইছে কুসুম গৌরবে!
কুঞ্জে কুঞ্জে নানাবিধ মুকুল মঞ্জরী তরু-শিরে,
ভক্তি-ভরে অতিথিরে প্রণমিছে ধীরে ধীরে ধীরে!

এই "ঈদ" বিধাতার কি যে শুভ উদ্দেশ্য মহান্,
বুঝেও বুঝেনা তাহা স্বার্থপর মানব সন্তান।
এত নহে শুধু ভবে আনন্দ উৎসব ধূলা খেলা,
এ শুধু জাতীয় পুণ্য মিলনের এক মহা মেলা!
জাগাইতে মোহমুগ্ধ স্বার্থপর নরনারিগণ,
এই "ঈদ" বিধাতার বিশ্বব্যাপী মহা উদ্বোধন!
শিখা'য়ে একতা-মন্ত্র বাঁধিতে মোস্লেমে সখ্য ডোরে,
এসেছে এ "ঈদ" আজি মোস্লেমের প্রতি ঘরে ঘরে!

২

এসহে মোস্লেম এস কত আর ঘুমাইবে তুমি,
এই তব কর্ম্মক্ষেত্র জগতের মহা রঙ্গ ভূমি!
সবাই জে'গেছে বিশ্বে কেহইত নাহি আর ঘুমে,
শুধু কি একাই তুমি রহিবে পড়িয়া এই ভূমে?
আলস্য জড়তা ত্যজি বিভু নাম স্মরি নিজ মনে,
এসহে মোস্লেম এস আজি এই মহা শুভক্ষণে,
ভু'লে যাও হিংসা দ্বেষ দলাদলি শত্রুতা ভীষণ,
মোস্লেম-জগতে আজি বিশ্বব্যাপী মহা সম্মিলন!
আজি বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ লয়ে শির'পরে
এসহে মোস্লেম এস মিলনের এ মহা প্রান্তরে!
ভুলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিত হয়েছ তুমি ভবে,
আসিয়াছে "ঈদ" তাই জাগাইতে আজি তোমা সবে!

বিসর্জ্জিয়া চিরতরে রাশি রাশি অতুল বৈভব,
ভুলে গেছ হা মোস্লেম, তোমার সে জাতীয় গৌরব!
সহস্র বর্ষের সেই পুঞ্জীকৃত রাশি রাশি ধূলি,
উড়াইয়া দেখ দেখি, অতীতের সেই রত্ন গুলি।
অতীতের গুহা মাঝে স্তূপাকৃতি ভস্মরাশি তলে,
অই যে ইস্লাম-কীর্ত্তি ভাসিতেছে শোক অশ্রুজলে!
অই হের মক্কা মদিনার সেই পবিত্র গৌরব, *
অই শোন মোস্লেমের সুধা কণ্ঠে সুধা স্নিগ্ধ রব!
হাসেন হোসেন আর পুণ্যবতি ফাতেমা জোহরা,
প্রীতির পবিত্র মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী প্রেমের ফোয়ারা!
অই হের খালেদের উন্মুক্ত কৃপানে স্বর্ণ রেখা,
মোস্লেমের শৌর্য্য বীর্য্য জাতীয় মিলন-গীতি লেখা!
আজি এ ঈদের দিনে হ'য়ে সবে একমনঃ প্রাণ,
জাগাতে মোস্লেম সবে গাহ সবে মিলনের গান!
ডুবিবেনা তবে আর ঈদের এ জ্যোতিষ্মান রবি,
জীবন সার্থক হবে, ধন্য হবে এ দরিদ্র কবি।

---o---

* হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

তাজ মহল।

হা তাজ, তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!
তোমাতে নিহিত যাহা,
স্বর্গীয় জিনিস তাহা
খুঁজিলেও মিলেনা তা, এ মহীমণ্ডলে!
হা তাজ, তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!

২

তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!
তোমার প্রত্যেক অণু পরমাণু সবে
গভীর করুণ গান,
পবিত্র প্রেমের তান,
গাইছে সতত হায় নীরবে নীরবে,
হা তাজ, তুমিই ধন্য এ বিপুল ভবে!

৩

অইযে যমুনা, অই মৃদু কল কলে
উদাস-উত্তপ্ত হৃদে
অবিশ্রান্ত কেঁদে কেঁদে
কি এক হতাশ ল'য়ে যাইতেছে চ'লে!
হা তাজ, তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!

৪

তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে।
শত কীর্ত্তিনাশা শত সমুদ্রের জলে
যুগ-যুগান্তরে আর
উঠিবো চিহ্ন তার
যে স্মৃতি জড়িত তব প্রস্তর ধবলে!
হা তাজ, তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!

৫

হা তাজ!
তোমার উজ্জ্বল ছবি দেখিলে নয়নে,
মনে পরে শাজাহান,
সে অতুল ধন মান,
আরো কত কথা হায় পরে এই মনে!
সৌন্দর্য্যের উৎস তুমি এ মর ভুবনে!

৬

অবস্থার স্রোতে পড়ে মর্ম্মাহত প্রাণে
হতভাগ্য শাজাহান
কার কথা করি ধ্যান
কেটে ছিল সাত বর্ষ চেয়ে তব প্রাণে?
হা তাজ, তুমিই ধন্য এই ধরাধামে!

৭

তোমার নির্জ্জন কক্ষে নীরবে বসিয়া
কত অশ্রু কত শ্বাস,
কত দুঃখ হা হুতাশ,
হতভাগ্য শাজাহান দিয়াছে ঢালিয়া!

৮

দাম্পত্য প্রেমের তুমি চারু নিদর্শন,
তোমার পবিত্র মূর্ত্তি
জাগায় বিস্মৃত স্মৃতি
কবিত্ব-ভাণ্ডার তুমি, শান্তি-নিকেতন!

৯

সংসারের দুর্ব্বিসহ গভীর পীড়নে
প্রাণের আকুল শ্বাসে,
বসিলে তোমার পাশে,
অজ্ঞাতে বৈরাগ্য বহে পার্থিব জীবনে!
সংসারের সুখ দুঃখ থাকেনা এ মনে!

১০

সুশুভ্র চাঁদনি রাত্রে আকাশের তলে
কিযে শোভা ধর হায়,
ধ্যান-মগ্ন যোগী প্রায়,
পার্শ্বে কুসুমিত কুঞ্জ ফুল্ল ফুল দলে
পূজি ওচরণ খানি
আপনাকে ধন্য মানি

ব্যজনে তোমারে. কচি পল্লব শ্যামলে!
যমুনা নিরখি তাহা,
আত্মহারা প্রাণে আহা
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে তব পদমূলে!
হা তাজ, তুমিই ধন্য পাপ ধরাতলে!

দিল্লী।

হায় দিল্লী, কেন তুমি এ মলিন বেশে
কেঁদে কেঁদে মৃতপ্রায় র'য়েছ পড়িয়া!
কোন্ কথা মনে পড়ে বক্ষ যায় ভেসে
কে দিল তোমার প্রাণে এ অগ্নি জ্বালিয়া?

২

কোথায় তোমার সেই স্বর্ণোজ্জ্বল বেশ,
কোথায় তোমার সেই কান্তি বিমোহন!
কোথায় তোমার সেই গৌরব অশেষ,
কোথায় তোমার সেই বীরত্ব-ভূষণ?

৩

ছিলে তুমি ভারতের চারু রাজধানী,
কে ছিল তোমার সম? ঝলসি নয়ন
শোভিত তোমার শিরে কোহেনূর মণি!
স্তম্ভিত তোমার বীর্য্যে সমগ্র ভুবন!

৪

দিবানিশি এক ভাবে প্রমোদ-সাগরে
রহিতে ডুবিয়া, মুখে ধরিত না হাসি!
আজি কেন ম্লান মুখে বিষণ্ণ অন্তরে?
চাঁপিয়া রে'খেছ বুকে কি অনল রাশি?

৫

হায় দিল্লি, কে জানিত মুহূর্ত্তের তরে
হইবে যে এত শীঘ্র তোমার পতন!
কত সাধ, কত আশা ছিল এ অন্তরে
কে জানিত দুই দিনে হবে সমাপন!

৬

আগে জানিতাম যদি এই ভাব হবে,
তোমার সে রূপ-রাশি নয়ন ভরিয়া
হেরিতাম দিবা নিশি নীরবে নীরবে,
রাখিতাম সেই চিত্র হৃদয়ে আঁকিয়া!

৭

আজিও তো স্বপ্ন প্রায় ধূধূ মনে পড়ে,
যতদিন বেঁচে হায় রহিব ভুবনে!
সুধু সেই স্মৃতিটুকু জাগিবে অন্তরে,
সাক্ষ্য দিবে ইতিহাস সজল নয়নে!

৮

নহবত কি মধুরে দিবস শর্ব্বরী
বাজিত তোমার কীর্ত্তি বিঘোষণ ক'রে!
চুম্বিয়া চরণ তব যমুনা সুন্দরী
গাইত গৌরব গীতি দেশ দেশান্তরে!

৯

তোমার সে রণবাদ্য ভীম কোলাহলে
উঠিত বাজিয়া সেই সমর-প্রান্তরে!
তুচ্ছ নর যত জীব অবনী মণ্ডলে
উঠিত কাঁপিয়া সবে সভয় অন্তরে!

১০

পাণিপথে, হল্‌দিঘাটে ভীম পরাক্রমে
খেলেছিলে যেই খেলা স্তম্ভিয়া ভুবন!
উঠেছিল যেই ধ্বনি পর্ব্বতে কাননে
কোটি কণ্ঠে, তার-স্বরে ভেদিয়া গগন!

১১

বহিত যে স্থানে সদা আনন্দ-তুফান,
শত শত ঝাড় যথা ধাঁধিত নয়ন!
সম্রাট বেগম বিনে হায় সেই স্থান
জন শূন্য, শোভা শূন্য কণ্টক-কানন!

১২

সে মতি মহল আজি পেঁচক আবাস
যথায় বেগমগণ করিত বিহার!
শৃগাল বাদুর পূর্ণ সে দেওয়ান্ খাশ
ভগ্নপ্রায় অতুলিত কুতব মিনার!

১৩

মর্ম্মর-নির্ম্মিত সেই অট্টালিকা সব
সুবর্ণের লতা পাতা অঙ্কিত যাহায়!
যেন আজি প্রাণশূন্য, গভীর নীরব
জগতের নশ্বরতা মুহূর্ত্তে জাগায়!

১৪

সে মসজিদ আজি হায় গভীর নির্জ্জন
লক্ষ লক্ষ লোক যেথা হ'ত সংমিলিত!
আজানের প্রতিশব্দ, পীযুষ বর্ষণ
করিত যেখানে, ভোরে জাগায়ে নিদ্রিত!

১৫

যেখানে রমজান মাসে নিশীথ সময়ে
তারাবির প্রতি শব্দ বায়ু স্তরে স্তরে
ভ্রমিয়া. উদাস প্রাণ প্রকৃতি হৃদয়ে
ঢালিত অমৃত, সৃষ্টি আকুলিত করে!

১৬

যেখানে একাগ্র চিত্তে কতলোক হায়
প্রত্যহ মধুর স্বরে পঠিত কোরাণ!
যেখানে পণ্ডিত বর্গ ধর্ম্মের চর্চ্চায়
জাগাইত পাতকীর মোহ-মুগ্ধ প্রাণ!

১৭

যেখানে সম্রাটগণ অনুতপ্ত প্রাণে
ভক্তি ভরে নত শিরে হ'ত বিলুণ্ঠিত!
আজি তথা কি বলিব? বলিব কেমনে
বিধর্ম্মীর পাদুকায় ঘোর কলঙ্কিত!

১৮

সে বিগত চিত্র আজি হয় কি স্মরণ?
কি প্রভেদ এ উভয়ে কে বুঝিতে পারে!
ছিলে রাজ রাণী, পদে অসংখ্য রতন,
ভিখারিণী প্রায় আজি আঁধারে আঁধারে!

১৯

কি দুঃখে ধ'রেছ এই উদাসিনী সাজ?
দেখিলে নয়নে ঝরে শোক-অশ্রুজল!
হায় কি ভীষণ দৃশ্য!—বক্ষে তব আজ,
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল!

আবাহন

১

এস এনাতুল্লা করি আবাহন
আমরা মোস্লেম ভিখারী নির্ধন,
কি দিয়া করিব প্রীতি সম্ভাষণ
কি আছে এখন মোদের ঘরে!
তুমি কাবুলের রবি জ্যোতিষ্মান
কি দিয়া করিব তোমার সম্মান,
আমরা ভিখারী মোস্লেম সন্তান
ভিক্ষা ঝুলি আজি মোদের করে!

২

যাদের প্রতাপে কাঁপিত অবনী,
বিজলীর বেগে নাচিত ধমনী,
ছিল যারা ভবে নৃপকুল মণি,
আজি সে মোস্লেম কি ছার বেশে,
তুচ্ছ এক মুষ্টি অন্নের লাগিয়া,
দ্বারে দ্বারে হের বেড়ায় কাঁদিয়া,
গোলামী করিয়া পাদুকা বহিয়া
যাপিছে জীবন দারুণ ক্লেশে!

৩

এ মোস্লেম যেন সে মোস্লেম নয়,
এরা ভীরু, তারা বীরেন্দ্র তনয়,
সে কথা ভাবিলে কাঁদে এ হৃদয়,
ছিল তারা বিশ্বে প্রবল জাতি!
হুঙ্কারে তাদের কাঁপিত ভুবন,
বীরত্বে তাদের ভীত দেবগণ,
কে জানিত হবে তাদের পতন?
নিয়তির খেলা ভীষণ অতি!

৪

মোস্লেমের শিল্প, মোস্লেমের ধন,
মোস্লেম-বীরত্ব বিখ্যাত ভুবন,
ঐশ্বর্য্য বৈভব বিজ্ঞান দর্শন,
কি ছিলনা হায় মোস্লেম-ঘরে!

আছে কি সে সব এ নশ্বর ভবে?
অদৃষ্টের দোষে ঘু'চে গেছে কবে,
কি ছিল মোস্লেম কি হ'য়েছে এবে
আরো বা কি হবে দুদিন পরে!

৫

তুমি কাবুলের নৃপতি-নন্দন,
মোস্লেমের দুঃখে বিষাদিত মন,
এসেছ ভারতে করিতে দর্শন
মোস্লেমের সেই-ভৈরব-কীর্ত্তি!
কি দেখিবে আর, কি আছে এখন?
যা ছিল সকলি হ'য়েছে স্বপন,
নাই সে ঐশ্বর্য্য, ময়ূর আসন,
আছে শুধু এবে সাধের স্মৃতি!

৬

ভারতের আর কি দেখিবে তুমি,
ভারত এখন ঘোর মরুভূমি,
হৃদয়ে তাহার অনলের খনি,
নাই আর সেই সৌন্দর্য্য রাশি!
ভারত এখন মোস্লেম-শ্মশান!
দেখিলে সে দৃশ্য ফেটে যায় প্রাণ,
ভিক্ষাই তাহার জীবিকা প্রধান,
বিলুপ্ত তাহার মুখের হাসি!

৭

দেখ যেয়ে তুমি আগ্রার সে তাজ,
সেই সেকেন্দরা দেখ যেয়ে আজ,
রয়েছে পড়িয়া হৃদয়ে লইয়া
মোস্লেমের সেই অতীত স্মৃতি!
সেই যে যমুনা—আজিও বহিছে,
সেই শোক-গাথা আজিও গাইছে,
স্বনিয়া স্বনিয়া সমীর বহিছে
বিহগ গাইছে করুণ গীতি!

৮

দেখ যেয়ে দিল্লী, সে দেওয়ান খাস,
সে শিশ্ মহল, সৌন্দর্য্য-আবাস,
সে জুমা মস্জিদ দেখ যেয়ে আজ,
গাইছে তাহারা কি শোক-গাথা!
দেখ যে'য়ে সেই কুতব মিনার,
সে মতি মস্জিদ, হেরম শাহার,
সে রঙ্গমহল সৌন্দর্য্য-আধার,
হৃদয়ে পাইবে দারুণ ব্যথা!

৯

আজিও যমুনা "কুলু কুলু" তানে
কহিছে কাঁদিয়া আকুল পরাণে
"এই স্থানে—এই গভীর শ্মশানে,
ডুবেছে মোস্লেম-গৌরব-শশি!

চারিদিকে আজি ঘোর অন্ধকার,
একটিও আলো নাহি জ্বলে আর
গ্রহ তারা গুলি পড়েছে খসি!

১০

দেখ যেয়ে সেই লখ্নু নগরী
ভূতলে নন্দন সে কায়সর মরি,
রয়েছে পড়িয়া মরু দৃশ্য ধরি,
সরযূ আজিও কাঁদিছে কত!
দেখ যেয়ে আজ সে মুর্শিদাবাদ,
দেখ যেয়ে আজি সে রাজ-প্রসাদ,
স্মরিলে সে কথা প্রাণে অবসাদ
যে সুখ-সৌভাগ্য হ'য়েছে গত!

১১

দেখ যেয়ে সেই শিকরি নগর,
সে পঞ্চ মহল প্রাসাদ সুন্দর,
কিরণ মিনার কত মনোহর
ভগ্নবেশে আজি রয়েছে পড়ে!
দেখ যেয়ে গৌর, সেই সপ্তগ্রাম,
সে চারু পাণ্ডুয়া স্বর্গ সমধাম,
চিহ্ন মাত্র নাই—আছে শুধু নাম,
স্মরিলে ও আজি শোকাশ্রুঝরে!

১০—

১২

দেখ যেয়ে ঢাকা সুদৃশ্য নগর,
দেখ যেয়ে তার দুর্গ দৃঢ়তর,
হোসেনি দালান ঈদগাহ্ ঘর,
হৃদয়ে লইয়া স্মৃতির গাথা!
শ্মশানের মত রয়েছে পড়িয়া,
কক্ষে কক্ষে আজি দেখ গে ভ্রমিয়া,
প্রতিধ্বনি আজ কহিবে কাঁদিয়া,
মোস্লেম সৌভাগ্য ডুবেছে হেথা

১৩

যাও গিরি চূড়ে হিম্রাদ্রি-শিখরে,
যাও দাক্ষিণাত্যে বঙ্গোপসাগরে,
যাও ভারতের নগরে নগরে,
জলে স্থলে শূন্যে বলিবে সবে!
"মোস্লেমের কীর্ত্তি কি দেখিবে আর,
মোস্লেমের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার,
সে জাতির দুঃখে ফেলে অশ্রুধার
এমন সুহৃদ নাই এ ভবে!"

১৪

আজি তাহাদের দুর্দ্দশা ভীষণ,
ধরম করম তেয়াগি আপন,
বিলাসের স্রোতে হয়ে নিমগণ,
ঘোর পাপাচারে সদাই রত!

হারায়েছ তাই ঐশ্বর্য্য গৌরব,
হারায়েছে তাই বিপুল বৈভব,
এ দুঃখ যাতনা কার কাছে কব
অরণ্যে বসিয়া কাঁদিব কত!

১৫

দয়া করে তুমি এসেছ যখন,
আমাদের হায় করিতে দর্শন,
আর কি দেখিবে, কি আছে এখন,
আমরা এখন পতিত জাতি!
আমাদের আর নাই সে সম্মান.
আমাদের আর নাই সেই প্রাণ.
আমরা এখন ভিখারী সন্তান,
নাই আমাদের গৌরব-ভাতি!

১৬

আমরা এখন পেয়াদা পীয়ন,
আমরা এখন মুটে নরাধম,
আমরা এখন ম্লেচ্ছ যবন,
ইহাই মোদের অদৃষ্টে লেখা!
আমাদের সব ডুবেছে সাগরে,
আমাদের সব গেছে ভেঙ্গে চুরে,
ভাবিতে সে কথা হৃদয় বিদরে,
নাই সে সৌভাগ্য কণকরেখা।

১৭

নিজ রাজ্যে তুমি যাইবে যখন,
কত বীর পুত্র কত মহাজন,
আসিবে তোমারে করিতে দর্শন,
জিজ্ঞাসিবে সবে মোদের কথা!
কি বলিবে তুমি?—বলিও তখন,
জীবিত মোস্লেম নাহি একজন,
কেবলি সমাধি করেছি দর্শন,
ভগ্ন বেশে পড়ে কাঁদিতেছে তথা!

১৮

দেশে দেশে তুমি করিও প্রচার,
ভারতে মোস্লেম নাহি কেহ আর,
সে রাজ্যের যারা ছিল কর্ণধার
বহু দিন তারা গিয়াছে মরে!
ভারত এখন মরুভূ সমান,
কেবলি সমাধি, কেবলি শ্মশান,
হেরিলে সে দৃশ্য ফেটে যায় প্রাণ!
চৌদিকে কঙ্কাল রয়েছে পড়ে!

১৯

ভারতপ্রকৃতি কাঁদিছে নীরবে,
বহিছে সমীর হাহাকার রবে,
মোস্লেমের দুঃখে শোকাকুল সবে,
চারিদিকে আজি বিষাদ-স্মৃতি!

সৌভাগ্যের সনে গিয়াছে সকলি,
ঐশ্বর্য্য গৌরব সব গেছে চলি,
নহবত আজি বিহগ কাকলি,
দারুণ বিধির ইহাই নীতি!

১০

তুমি এনাতুল্লা নৃপতি নন্দন,
আমরা মোস্লেম দরিদ্র নির্ধন,
কি দিয়া করিব প্রীতি-সম্ভাষণ,
কি আছে এখন মোদের ঘরে!
নয়নের নীর লও উপহার,
লও হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্প-হার,
আমাদের আজি নাই কিছু আর,
ভিক্ষা-ঝুলি আজি মোদের করে!

———o———

শেষ।

অচেনা পথিক।

অচেনা পথিক আমি
এ'সেছি তোদের দ্বারে!
আমার বলিতে আর,
নাহি কেহ এ সংসারে!
ভাঙ্গা প্রাণ নিয়ে আমি,
এসেছি তোদের কাছে!
তোরা ভিন্ন এ জগতে,
কে আর আমার আছে!
তোরা যদি দয়া করে
নাহি দিস স্নেহ-কণা
অতীতে মিশিয়ে যাব
আমি আর বাঁচিব না!
ভেবে ভেবে দিবা নিশি
ভাসি আমি অশ্রু-ধারে!
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে!

২

তোরা কি দিবিনা মোর
মুছায়ে আঁখির জল?

তোরা কি লবি না কোলে
দিয়া স্নেহ পরিমল?
অচেনা পথিক ব'লে
দিবি নে আশ্রয় মোরে?
এই ভাবে কত কাল,
কাটাইব দ্বারে দ্বারে?
দূর হতে দেখে মোরে,
কত ডাক্ ডেকেছিলি!
আমি ত পথিক সেই,—
এখন তা' ভুলে গেলি?
খুলে দে দ্বারের খিল,
ডাকি আজি বারে বারে!
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে!

৩

প্রাণের অশান্তি নিয়ে,
যাই আমি যথা তথা!
কেউত বুঝে না মোর,
প্রাণের গভীর ব্যথা!
ডাকিলে চিনে না কেউ
চায়না নয়ন তুলে!

বিদেশী পথিক আমি
আসিয়াছি পথ ভুলে!
এমনি নিঠুর তোরা,
নাহি কিছু দয়া মায়া!
দেবতার বেশে যেন
পিশাচের পদ ছায়া!
খুলে দে দ্বারের খিল
কত ডাক্ ডাকি হারে,
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে!

৪

উপরে গর্জ্জিছে বজ্র,
ভীম নাদে "কড় কড়"
পদ তলে গর্জ্জে সিন্ধু,
প্রাণ কাঁপে থর থর!
তাহে কত বিষধর
আসিছে বিস্তারি ফণা!
বারেক দংশিলে মোরে
আমি আর বাঁচিব না!
দাঁড়াতে পারিনে আর
লুটায়ে পড়িনু ভূমে!

পথিক ডাকিছে দ্বারে
কত আর রবি ঘুমে?
খুলে দে দ্বারের খিল্
ডাকিতে যে পারিনারে!
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে!

মালা-গাঁথা।

১

জীবন ত শেষ হ'ল
সে ত আর আসিল না!
মালা গাঁথা বৃথা হ'ল
সে ত ভাল বাসিল না!
সারাটি জীবন ভ'রে
গেঁথেছিনু কত মালা!
আশা ছিল এক দিন,
দিব তারে প্রেম-ডালা!

সে আশা বিফল হ'ল

সে ত মালা লইল না !

জীবন ত শেষ হ'ল,

সে ত ভাল বাসিল না !

২

কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র,

স'য়ে স'য়ে প্রাণ মোর !

পথ পানে চেয়ে চেয়ে

ফেলিছি নয়ন লোর !

পাষাণ হৃদয় তার;

সে ত প্রেম বুঝিল না !

হৃদয় ছিড়িয়ে গেল,

তবু ভাল বাসিল না !

সারাটি জীবন মোর,

কেটে গেল হা হুতাশে !

সে ত আর আসিল না,—

মালা গাঁথি যার আশে !

৩

মালার সে ফুল গুলি

একে একে ঝরে প'ল !

স্থতা গাছি হায় হায়
শুধু মোর হাতে র'ল!
নিরাশা ব্যথিত প্রাণ,
অশ্রু নীরে সদা ভাসি!
সে করিল প্রত্যাখ্যান
আমি যারে ভালবাসি!
আমার এ দুঃখ জ্বালা,
কেহ ত রে বুঝিল না!
জীবন ত শেষ হ'ল
সে ত আর আসিল না!

৪

সেই স্থতা গাছি হায়,
লয়ে আমি হৃদি প'রে!
ঝরা ফুল তুলে নিয়ে,
কেঁদেছি জীবন ভ'রে!
আমার সে শোক দুখ
আ ো হায় ঘুচিল না!
কত সাধিলাম তারে,
সে ত ভাল বাসিল না!
তারি প্রতীক্ষায় মোর
কেটে গেল এ জীবন!

সে ত আর আসিল না,
কঠিন তাহার মন !

৫

সে যদি না আসে পুনঃ
কি আর করিব আমি !
জীবনে মরণে হায়
সে মোর হৃদয়-রাণী !
তারি কথা মনে ক'রে,
নির্জ্জন সমাধি-ভূমে.
কত যুগ যুগান্তর,
রহিব গভীর ঘুমে !
সে যদি বারেক এসে
করে অশ্রু বরিষণ !
জীবন লভিয়া আমি,
দিব তারে আলিঙ্গন !

———o———

প্রার্থনা।

১

নাথ, ভুল না, আমারে তুমি!
তব দয়া বিনে, আঁধার জীবনে,
যাইব কেমনে এ বিশ্ব ভবনে
শুনি না শ্রবণে হেরি না নয়নে
অন্ধ ও বধির আমি!
ভুল না আমারে তুমি!

২

নাথ ভুলনা আমারে তুমি!
আমি পাপী তাপী, নাহি পুণ্য লেশ,
হৃদয়ে আমার অশান্তির শেষ,
দেহ পদ ছায়া হে প্রিয় প্রাণেশ,
তুমিই আমার স্বামী!
তুমিই আমার জীবনের ধন,
তুমিই আমার বাঞ্ছিত রতন
তুমিই আমার শান্তি নিকেতন,
তোমারি চরণে নামি!
ভুল না আমারে তুমি!

৩

নাথ ভুল না আঁমারে তুমি!
এ সৌরজগতে যেই দিকে চাই,
তোমারি মহিমা দেখিতে যে পাই,
তুমি ভিন্ন ভবে আর কিছু নাই,
অন্তরে বাহিরে তুমি!
তোমারি চরণে লইলে আশ্রয়,
ঘু'চে যায় নাথ মরণের ভয়,
মায়া মুগ্ধ জীব চির মুগ্ধ হয়
তোমারি চরণ চুমি!
ভুলনা আমারে তুমি!

৪

নাথ ভুল না আমারে তুমি!
যার কাছে যাই সেই ঘৃণা করে,
পাপী তাপী ব'লে কেহ না আদরে
"দূর দূর" ক'রে তাড়ায় আমারে,
ভিখারী উন্মাদ আমি!
তুমি দয়াময় পতিত পাবন,
তুমি ও কি মোরে করিবে বর্জ্জন!
তোমারি চরণে লইনু শরণ,
তুমি নাথ অখিলের স্বামী!
ভুল না আমারে তুমি!

৫

নাথ, ভুল না আমারে তুমি,
অর্থের লালসা, প্রেমের পিপাসা
মিটীল না প্রাণে নিতি নব আশা,
কেবলি অতৃপ্তি কেবলি দুরাশা,
সকলি ত জান তুমি!
ভয়ে ভয়ে আজি তোমার দুয়ারে,
আসিয়াছি নাথ প্রাণ কাঁপে ডরে,
আমি পাপী তাপী ক্ষমা কর মোরে
হে প্রিয় প্রাণের স্বামী!
ভুল না আমারে তুমি!

———•———
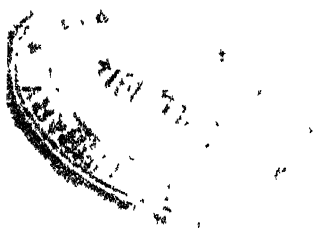
ভূতপূর্ব্ব নবনূর সম্পাদক ও "ডালি" কাব্য প্রণেতা

মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব প্রণীত

তাপসী রাবেয়া

"কৃষ্ট এণ্টিক কাগজে দুই কালীর অত্যুৎকৃষ্ট ছাপায় সুশোভিত য়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মধুর, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বস্‌রার গৌরব বিবি রাবেয়ার পবিত্র জীবন কাহিনী .াতে বিবৃত করিয়ছেন। "তাপসী রাবেয়া" যিনি পাঠ করি-বন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। প্রিয়জনকে, বালক বালিকাকে, ভাই ভগ্নিকে উপহার দেওয়ার জন্য ইহার মত বহি আর নাই। একদিন যাহার সম্পাদিত "নবনূর" বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে যাঁহার "ডালি" কাব্য সর্ব্বত্র প্রশংসালাভে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার রচিত এই অভিনব সদগ্রন্থ সকলেরই হৃদয় হরণে যে সক্ষম হইবে, ইহা দ্বিধা শূন্য চিত্তে বলা যায়। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আবুল খয়ের ছয়েফ উদ্দীন আহ্‌মদ।

সটহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট,

পোঃ—পশ্চিমপাড়া—খিলগাঁও (জিঃ ঢাকা)।

——o——

মহাশ্মশান কাব্য।

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১॥ দেড় টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিবর কায় কোবাদ সাহেব আজীবন বাংলা ভাষার সেবা করিয়া যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা মুসলমান সমাজে কাহার না অনুকরনীয়? আজ তিনি তাঁহার সাধা হাতে বীণার নূতন তারে যে ঘা দিয়াছেন, মহাশ্মশানের দ্বিতীয় সংস্করণ তাহারই চিহ্ন বুকে ধরিয়া জন সমাজে প্রচারিত হইতেছে। মহশ্মশানের প্রথম সংস্করণ পড়িয়া যাঁহারা তুষ্ট হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়া তাঁহারা আনন্দে অধীর হইবেন,—কবি এইবার ইহা এমনই হৃদয়-গ্রাহী করিয়া রচনা করিয়াছেন। মোস্লেম-আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতে কবি এবার যে প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছেন, মহাশ্মশানের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

পাঠক পাঠিকাবৃন্দ, আপনারা যদি মুসলমানের সৌর্য্য, মুসলমানের বার্য্য দেখিতে চান, মুসলমানের অতীত গৌরবের দিনের সন্ধান লইতে চান, তবে মহাশ্মশান পাঠ করুণ। আর মোস্লেম রমণীর দেব দুর্লভ সতীত্বের কথা পাঠ করিয়া যদি হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করিতে চান, তবে মহাশ্মশান ক্রয় করুণ, আপনার অর্থব্যয় বৃথা হইবেনা। সমালোচনার কষ্টিপাথরে মহাশ্মশান উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া টিকিয়া গিয়াছে, অতএব কাব্যগত বিষয় সম্বন্ধে অধিক লিখা নিস্প্রয়োজন।

আবুল খয়ের [illegible]